চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 64 Friday, 3 February, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা ✻ ১৯ মাঘ, ১৪২৯, শুক্রবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

কর ঘোষণায় ভেজাল

২ লাখ দিয়ে আড়াই কেড়ে নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ''বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা আয়ে সম্পূর্ণ কর ছাড়'', বড় ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নির্মলার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য করের ছাড় ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু তাতে মধ্যবিত্তদের আদৌ কতটা সুরাহা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন ঝুলেই রইল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট নিয়ে বুধবারই কটাক্ষ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারের বাজেট মমতার কথায়, ''টোটালটাই লস আসলে কর ছাড়ের বিষয়টি ২ বাড়াল, কাটল আড়াই।'' পূর্ব বর্ধমানের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে একেবারে বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে হিসাব কষে ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে বেকারদের জন্য একটি কথাও বলা হয়নি। নির্বাচন এলে ২ কোটি মানুষকে চাকরি দেব, আর চলে গেলে ২ কোটি লোকের চাকরি খেয়ে নেয়। কারণ সব ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''নেচে নেচে বেরিয়ে বলছে, ইনকাম ট্যাক্স আমরা ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ স্ল্যাব বাড়ালাম। আমি ভাল করে বলছি শুনুন, কী করছে চালাকিটা। মাছের তেলে মাছ ভেজেছে...।'' মঞ্চে দাঁড়িয়েই নিজের মোবাইলটা বার করেন তিনি। তিনি বলেন, ''ধরুন ২ বাড়াল, আড়াই কাটল। হিসাব দিয়ে বলেন, ৮০সি ধারা। এলআইসি, পিপিএফ কিংবা মিউচ্যুয়াল ফান্ড মিলিয়ে আগে যেখানে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় মিলত, সেখানে দেড় লক্ষ টাকা ছাড় আর পাবেন না।'' এরপরই তিনি বলেন, ''স্ল্যাবের ২ যেটা বাড়িয়েছে, এখানেই দেড় উঠিয়ে দিল।'' মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ''এবার মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামে ৮০ডি ধারায় পুরো পরিবারের জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পেতেন, নতুন কর কাঠামোয় তাও পাবেন না। দেড় আর পঞ্চাশ দুই...হল দুই।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ন্যাশনাল পেনশন স্কিমেও ছাড় তুলে দেওয়া হয়েছে। ৮০ সি, ডি ধারায় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ন্যাশনাল পেনশন স্কিমে যে ছাড় ছিল, সেটাও আর পাওয়া যাবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কর ছাড়ে স্ল্যাব ৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭ লক্ষ পর্যন্ত যে করা হয়েছে বটে, তবে আগে যে ভর্তুকি দেওয়া হত, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একশো দিনের কাজ, পিএম-পোষণের মতো সামাজিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে খাদ্য, সার ভর্তুকিতে খরচে বিপুল পরিমাণে খরচ ছাঁটাই করা হল বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী দুই বাড়িয়ে আড়াই কমানোর হিসাব দিয়েছেন। সঙ্গে বলেছেন, ''ধাই কিড়ি কিড়ি.. আসলে দিল দুই, কাটল আড়াই।'' যদিও এই বাজেটকে জনমোহিনী বাজেট বলেই ব্যাখ্যা করছেন বিজেপি নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কে ভুগছেন। এখন সেটা সবার মাথায় ঢুকাচ্ছেন। গতকালই বলেছিলেন চব্বিশের ভোটকে মাথায় রেখে এই বাজেট, আজই এই কথা বলছেন। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। একটা এত বড় অসত্য প্রচার করতে পারেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যদি সব থেকে থাকে, তাহলে সামনে আনছেন না কেন?'' মুখ্যমন্ত্রী এদিন অরও বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার একটা বাজেট পেশ করেছে। সেখানে বেকারদের জন্য একটা শব্দ খরচ করা হয়নি। ভোট চলে গেলে ৪ কোটি লোকের চাকরি খেয়ে নেয়। কালকে তো সরকার পরে যাচ্ছিল। শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। এবার কাউকে কাউকে অনুরোধ করেছে। আমি জানি তাঁরা কারা! নামগুলো বলে আমি তাঁদের আর দুর্বিসহ করতে চাই না। ৬ জন, ৮ জনকে ফোন করে বলেছে কাউকে ২০ হাজার কোটি টাকা দাও। মানে যাদের শেয়ার পরে যাচ্ছিল তাদের দাও। কাউকে ৩০ হাজার কোটি টাকা, কাউকে ১০ হাজার কোটি টাকা দিতে বলেছিল। এই দিয়ে কি সরকার চলে?'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কেন এই সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা কেটে নিয়েছে? যারা কাজ করেছেন, তাদের টাকাও দেননি। আর এই বাজেটে ৭ হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়েছে। যাতে আগামী দিনে কেউ কাজ করতে না পারে। ক্ষমতা দেখাচ্ছে। ভোটের আগে বড় বড় কথা। ছাড়পোকা কামড়ালেও কেন্দ্রীয় দল। কে কী জামাকাপড় পড়েছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় দল। আমাদের রাজ্যের টাকা সব কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এখানকার কিছু বাবু আছেন, যখন নিজেরা ক্ষমতায় ছিলেন কী কী করেছিলেন তা জানলে নিজেরই লজ্জা লাগবে। জানতে পেরেছি পরে। দুর্ভাগ্য এটাই আমাদের।'' তিনি আরও বলেন, ''চাকরির জন্য বাইরে যাবেন না, খুব শিগগির দেউচা-পাচামি হবে। এর প্রথম ধাপ হয়ে গিয়েছে। ওখানে কয়েকলাখ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। ৭২ হাজার কোটি টাকা আমরা ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছি।''

২০১৯ থেকে মোদির বিদেশ সফরের খরচ প্রায় ২৩ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ২০১৯ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ বার বিদেশ সফর করেছেন। তাতে সরকারের খরচ হয়েছে ২২.৭৬ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এমনই তথ্য দিয়েছে সরকার। সরকার জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি এই সময়ের মধ্যে আট বার বিদেশ সফর করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতির পিছনে সরকারের খরচ হয়েছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে এ কথা জানিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন। তিনি

লিখেছেন, রাষ্ট্রপতির জন্য সরকার খরচ করেছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৪ টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির বিদেশ সফরের জন্য খরচ করা হয়েছে ২২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৩৪ টাকা। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের বিদেশ সফরের জন্য সরকারের খরচ হয়েছে ২০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার ৪৭৫ টাকা। ওই জবাবেই জানা গিয়েছে, ২০১৯ থেকে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ৮৬ বার বিদেশ সফর করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি জাপান গিয়েছেন ৩ বার, ২ বার করে গিয়েছেন আমেরিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি যে ৮ বার বিদেশ সফর করেছেন তার মধ্যে ৭ বারই রাষ্ট্রপতি ছিলেন রামনাথ কোবিন্দ। গত বছর সেপ্টেম্বরে বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন।

সিবিআইকে ফের চরম ভর্ৎসনা বিচারপতির!

বেঁধে দিলেন ৭ দিনের সময়সীমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ফের সিবিআই কে তীব্র ভর্ৎসনা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি চলাকালীন দ্বর্থহীন ভাষায় সিবিআই-কে ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''৭ দিনের মধ্যে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি না পেলে আমি তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পাঠাব। সিবিআই অফিসাররা কোনও তদন্তের জন্য উপযোগী নয়। ১০ মাস ধরে সিবিআই তদন্ত করছে। এটা ইয়ার্কি হচ্ছে।'' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, ''সারা রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে রয়েছে সিবিআই-এর দিকে। অথচ এমন গা-ছাড়া তদন্ত সিবিআই-এর।'' সিবিআই-এর বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং করা হোক বলেও এদিন মন্তব্য করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি একইসঙ্গে বলেন, ''নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক সিবিআই অফিসারের সম্পত্তির হিসাব নেবে আদালত। আমাকে তো দেখছি সিবিআই এর পরিবর্তে ইংল্যান্ডের তদন্তকারী সংস্থা এমআই৫ এর ওপর ভরসা করতে হবে।'' সিবিআই-কে সতর্ক করে বিচারপতি বলেন, ''এবার যদি কাজ না করেন তাহলে আদালত আপনাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে।'' বিচারপতির মন্তব্য, ''আমি এখনই কোন তদন্তকারী আধিকারিক নিযুক্ত করব না। এখন কি মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আমাকে যেতে হবে?'' প্রশ্ন তুলে সিবিআইকে ভর্ৎসনা বিচারপতির। প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার কোনও সিভিল সার্ভিস করার যোগ্য নয়। এদিন শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিবিআই-কে প্রাথমিক নিয়োগ তদন্তের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭ দিনের সময়সীমা দিলেন সিবিআইকে। মানিক ভট্টাচার্যকে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সিবিআইকে এই মামলায় উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট দিতে হবে বলেও নির্দেশ দেয় আদালত। এস বাসু রায় কোম্পানির সঙ্গে মানিক ভট্টাচার্যের বোর্ডের কীসের এত ঘনিষ্ঠতা, এই প্রশ্নের উত্তর চায় আদালত। এই মর্মেই এদিন নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৬ সালের নিয়োগে অতিরিক্ত প্যানেল প্রকাশই হয়নি। অতিরিক্ত প্যানেল নিয়ে পুরো সিদ্ধান্ত তৎকালীন বোর্ড সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ছিল। এজলাসে জানালেন বোর্ডের প্রাক্তন সচিব। বোর্ডের কনফিডেনসিয়াল সেকশন হয়ে কাজ করেছে, এস বাসু রায় কোম্পানি এবং তাঁর চেয়ারম্যান গৌতম মুখোপাধ্যায়। গৌতম মুখোপাধ্যায় এখন প্রয়াত। এই সংস্থা প্যানেল প্রকাশ না করার বিষয় জানতে পারে। এজলাসে জানালেন বোর্ডের প্রাক্তন সচিব। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে'র নির্দেশ, বোর্ডের প্রাক্তন সচিব হলফনামা দিয়ে তথ্য জানাবেন। এজলাসে আজকের দেওয়া তথ্য হলফনামায় জানাবেন সিবিআই আইনজীবী ৭ দিনের মধ্যে। আপাতত ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মানিক ভট্টাচার্যকে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআইকে উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট দিতে হবে।

রাজপথ কাঁপল বিজেপির মিছিলে, মমতা-অভিষেকের বাড়ির সামনে উঠল স্লোগান, জ্বলল কুশপুতুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কলকাতার রাজপথে একটি মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। বিকেল চারটের কিছু পরে শুরু হয় মিছিল। রুবি মোড় থেকে গরিয়াহাট মোড়, যাদবপুর থানা, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন হয়ে কালীঘাটে গিয়ে পৌঁছায় মিছিল। মিছিল কালীঘাটে পৌঁছাতেই মিছিলের চেহারা অন্য আকার ধারণ করে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে থমকে যায় মিছিল। শুরু হয় স্লোগানিং। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময়ও উত্তাল হয় পরিবেশ। স্লোগানিং চলতে থাকে, চোর ধরো জেল ভরো। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পেরিয়ে ব্রিজে উঠেই কুশপুতুল দাহ করে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। এরপর মিছিল এগিয়ে যায় চেতলার দিকে। সেখানেও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়ির অদূরে চলে বিক্ষোভ, স্লোগান। চেতলা মোড়ে রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে চলে প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত, এদিন বিকেলের রুবির মোড় থেকে বেহালার শখের বাজার পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করেছিল পুলিশ। বিজেপির তরফে এদিন বাইক মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে পুলিশের তরফে বাইক নিয়ে মিছিল করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। পরে পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপির নেতারা এবং শেষ পর্যন্ত বাইক নিয়ে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। এদিন মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আসানসোলের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। বৃহস্পতিবার বিকেলের এই মিছিলে পদ্ম শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতা শহরে এর আগে নবান্ন অভিযানের দিন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এবার ফের কলকাতার রাজপথে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন। এবার একেবারে বাইক মিছিল করে। আর কালীঘাটে পৌঁছানোর পর মিছিল যে রূপ নেয়, তার আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সাগরদিঘির উপনির্বাচন হবে কড়া নিরাপত্তায় নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকবে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে। এর জন্য মোট ১৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করবে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রাজ্যে আসতে শুরু করবেন। ওই দিন থেকেই শুরু হবে রুট মার্চ। কমিশন সূত্রে খবর, ভোটারদের মনোবল বাড়াতে এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় টহলদারি চালাবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। চলতি মাসে সাগরদিঘি

উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ রয়েছে। সেখানে মোট ২৪৬টি বুথ রয়েছে। কমিশন জানাচ্ছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে সব বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। এই ভোটের জন্য সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসাবে আইএএস অফিসার ই রবীন্দ্রনকে দায়িত্ব দিয়েছে কমিশন। শীঘ্রই তাঁর রাজ্যে আসার কথা। পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে ওমপ্রকাশ ত্রিপাঠিকে নিয়োগ করেছে কমিশন। এ ছাড়া অতিরিক্ত আরও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহার মৃত্যুতে সাগরদিঘি আসনটি খালি হয়েছে। ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপির প্রার্থীর হয়েছেন দিলীপ সাহা। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সেখানে ভোট নেওয়া হয়েছে। ভোট গণনা আগামী ২ মার্চ।

ধনখড়ের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ 'জগদীপ ধনখড়ের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়', বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে। ইতিমধ্যেই এজলাসে বেশ কিছু কড়া মন্তব্য করেছেন তিনি, যা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। গতকালও একটি মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বলেছেন, ''দিদি একা সামলাতে পারছেন না। এত দুর্বৃত্ত চারপাশে থাকলে সামলাবেন কী করে?'' অতীতেও বিচারপতির এমন বেশ কিছু মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিচারপতিকে বিঁধলেন তৃণমূল মুখপাত্র। কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় চলে যাওয়ার পর থেকে কিছুদিন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটি সরকার বিরোধী টুইট করতেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটি সরকার বিরোধী টুইট করতেন। তৃণমূল মুখপাত্রর বক্তব্য, ''জগদীপ ধনখড় চলে যাওয়ার পর যে ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, ইদানিং বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে সেই ফাঁকা ভাবটা একটু একটু কেটে যাচ্ছে।'' কুণালের বক্তব্য, মামলার সঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণের কোনও মিল থাকে না। বললেন, ''মামলা একদিকে, ওনার পর্যবেক্ষণ আর একদিকে। আদালতের বিষয়, বেশি বলা যাবে না। তবে এটুকু

বলতে পারি, জগদীপ ধনখড়ের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা দেখছি, সমৃদ্ধ হচ্ছি।'' প্রসঙ্গত, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের এই বিরক্তি নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে নাম না করে তৃণমূল শিবির থেকে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছিল। গত মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কারও নাম না করে বলেছিলেন, ''কেউ মিডিয়ার আলোয় আলোকিত হয়ে তার বাইরে বেরোতে পারছেন না।'' এদিকে কুণাল ঘোষের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কড়া সমালোচনার সুরে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল নয়। ভারতের সংবিধানের মর্যাদা তাদের কাছে নেই। সাংবিধানিক প্রধানের পদমর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধ্যানধারনা নেই। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে কীভাবে রাজ্য সরকার চলে, তার কোনও দিশা তাদের কাছে নেই। একইসঙ্গে বিচার ব্যবস্থাকেও অস্বীকার করছে।'' তাঁর মতে, তৃণমূল কংগ্রেস একটি স্বৈরতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র চায় এবং সেই কারণেই এই ধরনের বিবৃতি।

বিধানসভা অধিবেশনে কোন পথে এগোবে বিজেপি

রাজ্যপালের ভাষণের আগেই বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। এদিন বেলা ২টোয় রাজ্যপালের ভাষণ। ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার আগে চলতি অধিবেশনে বিজেপির ভূমিকা কী হতে চলেছে, তা নির্ধারণ করতে বৈঠকে বসছে বিজেপি। সূত্রের খবর, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় সমস্ত বিধায়ককে নিয়ে আসা হবে বিধানসভায়। যে সমস্ত বিধায়ক ত্রিপুরায় যাচ্ছেন বা আছেন, তাঁদেরও ফিরিয়ে আনা হবে। যাতে সকলেই সেদিনের বৈঠকে অংশ নেন। দুপুর দেড়টায় বিধানসভায় বৈঠক করবে বিজেপির পরিষদীয় নেতৃত্ব। সেই বৈঠকেই রণকৌশল স্থির করা হবে। এটি বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনে বিরোধীদের ভূমিকা কী হবে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিবেশনে বিধায়কদের ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কে অবগত করতে একটি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। বিধানসভার সমস্ত রীতিনীতি শেখাতে ৬ ফেব্রুয়ারি নবীন-প্রবীণ সকল বিধায়ক নিয়ে এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হবে। তবে সেখানে বিজেপির ক'জন বিধায়ক থাকতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। এ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বলেন, ''আমরা প্রায় ৩০ জন বিধায়ক, সাংসদ, স্টেট এক্সিকিউটিভ সদস্য বিজেপির হয়ে ত্রিপুরায় যাব। ওই রাজ্যে ভোট আছে। তাই আমরা ৬ তারিখ অনেকেই থাকতে পারব না। কেউ কেউ হয়ত থাকবেন। আমার বিশেষ করে এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে থাকার খুব ইচ্ছা ছিল। এটা সত্যি হয়ত জানার মতো একটা বিষয় হবে। অনেক কিছু জানি না। সেগুলো জানার ইচ্ছা থাকবে। তবে আমি থাকতে পারছি না। পার্টি থেকে বলা হয়েছে, যারা যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকবেন।'' এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাস প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, বিধানসভার অনেক বিধায়কই জানিয়েছিলেন বাজেট অধিবেশনের আগে একটা ওরিয়েন্টেশন পর্ব হোক।

কোন ব্যাঙ্ক থেকে কত ধার করেছেন? আরবিআই-এর নজরে আদানি

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্ট জালিয়াতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। আর তারপর থেকে আদানিদের বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দাম হুহু করে পড়ছে। গত কয়েকদিনে আদানি গোষ্ঠীর অধিনস্ত বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিতভাবে ১০০০০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এদিকে, টার্ম লোন, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মতো বিভিন্ন ধরনের লোনের মাধ্যমে আদানি গোষ্ঠীতে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে বসে রয়েছে এলআইসি, এসবিআই-এর মতো বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থা। এই অবস্থায়, কোন ব্যাঙ্ক থেকে আদানি গোষ্ঠী কত টাকা ঋণ নিয়েছে, সেই বিষয়ে বিশদ তথ্য চাইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, যেসব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থা আদানি গোষ্ঠীর আওতাধীন কোনও সংস্থাকে ঋণ দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে আরবিআই। কোন ব্যাঙ্ক থেকে আদানিগোষ্ঠী কত টাকা ঋণ নিয়েছে, সেই ঋণ নেওয়ার জন্য কী জামানত ব্যবহার করেছে, সেই সবের বিবরণ জানতে চাওয়া হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য এই বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি। আদানি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেও কিছু জানানো হয়নি। বাজার নিয়ন্ত্রক সেবির পক্ষ থেকেও আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দামের সাম্প্রতিক পতনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও বেনিয়ম করা হয়েছে কি না, তাও দেখছে সেবি। সিএলএসএ-এর এক প্রতিবেদন অনুসারে, মেয়াদী ঋণ, মূলধন এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা মিলিয়ে আদানি গোষ্ঠীর মোট ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ, এই গোষ্ঠীর মোট ঋণের মাত্র ৩৮ শতাংশ। ঋণের ৩৭ শতাংশ হল বন্ড বা বাণিজ্যিক নথিপত্র। ১১ শতাংশ ধার করা হয়েছে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এবং বাকি ১২-১৩ শতাংশ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ঋণ। আদানি গোষ্ঠীর ঋণদাতাদের মধ্যে রয়েছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। একাধিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদানি গোষ্ঠীকে প্রায় ৭০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে পিএনবি। অন্যদিকে, স্টক এক্সচেঞ্জকে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, তারা আদানি গোষ্ঠীকে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছে, তা এই গোষ্ঠীর নেওয়া মোট ঋণের ০.৪৯ শতাংশ। এছাড়া ব্যাঙ্কের দেওয়া অ-তহবিল বকেয়া ঋণের পরিমাণ, গোষ্ঠীর মোট ঋণের ০.৮৫ শতাংশ। এছাড়া, গোষ্ঠীর ফিক্সড ডিপোজিটের প্রেক্ষিতে যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তা গোষ্ঠীর মোট ঋণের ০.২০ শতাংশ। এক সাক্ষাৎকারে আদানি গোষ্ঠীর সিইও জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বাজারে আদানি গোষ্ঠীর মোট ঋণের পরিমাণ ৩০০০ কোটি ডলার। এরমধ্যে ৯০০ কোটি ডলার তারা ধার করেছে বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাঙ্ক থেকে। কাজেই আদানি গোষ্ঠী যদি কোনওভাবে ক্ষতির মুখে পড়ে, তাহলে কিন্তু ক্ষতির মুখে পড়তে হবে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেও। অর্থাৎ আখেড়ে ক্ষতি সাধারণ মানুষেরই।

বাজেট অধিবেশন উত্তাল হওয়ার শঙ্কা, সরকারের কৌশল নিয়ে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন উত্তাল হওয়ার শঙ্কা রয়েছে, নিজেদের কৌশল নিয়ে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলি। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাজেট অধিবেশনে সরকারের কৌশল নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, অনুরাগ ঠাকুর, নির্মলা সীতারমন, প্রহ্লাদ যোশী, পীযূষ গোয়েল, নীতীন গড়কড়ি, কিরেণ রিজিজু প্রমুখ। সংসদে এই বৈঠক হয়।এদিকে, সংসদের বাজেট অধিবেশনে নিজেদের রণকৌশল ঠিক করতে এদিন সকালেই বৈঠকে বসেছিল বিরোধীরা। এদিন সকালে সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, শিবসেনার (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রামগোপাল যাদব প্রমুখ।

বাজেট নিয়ে মমতার মন্তব্যে তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে তোপ দাগলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।বৃহস্পতিবার সুকান্তবাবু লিখেছেন, ২০১৪-র পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক বাজেট ঘোষণার পর প্রতি বছর একই বিবরণী দিচ্ছেন। যিনি ট্রেডমিলে রাজ্য বাজেট প্রস্তুত করেন, তাঁর জন্য জনকল্যাণ কোনও উদ্বেগের বিষয় নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানে আর্থিক জগাখিচুড়ি অবস্থায়, তাঁর কপট নৈতিকতা তখন দেখা যায় না।প্রসঙ্গত এই বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি নন। তিনি মনে করেন এই বাজেট গরিববিমুখ। কারণ এ বাজেটে আলো নেই। এ বাজেট অমাবস্যার। নির্মলা সীতারামনের পঞ্চম বাজেট পেশের পর এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের মঞ্চ থেকে বুধবার কথায়বার্তায় স্পষ্ট করেছেন এই বাজেটকে কিছু মানুষের সুবিধের জন্য তৈরি বাজেট বলে মনে করেন তিনি। তিনি মনে করেন তাঁকে বাজেট করতে হলে মানুষের কথা ভেবেই তৈরি করা হত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আধঘণ্টা টাইম নিতাম গরিব মানুষের বাজেট করতে। সাধারণ মানুষের বাজেট কী করে করতে হয় আমি জানি। আমরা ট্যাক্স বাড়াই না। আমরা মানুষের কষ্ট হয় চাই না। আমরা বরঞ্চ মানুষকে বেশি সাহায্য করি। কারন মানুষই গণদেবতা। মানুষই মন্দির। মানুষই মসজিদ। মানুষই গুরুদ্বার। মানুষই গীর্জা।

বিহারে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেসের ৫টি বগি, কোনও যাত্রী আহত হননি

পাটনা, ২ ফেব্রুয়ারিঃবিহারের বেত্তিয়া মাঝাউলিয়া স্টেশনের কাছে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেসের ৫টি বগি। এই ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও যাত্রী আহত হননি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুজফফরপুর-নারকাটিয়াগঞ্জ রেলওয়ে সেকশনে। রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার মুজফফরপুর-নারকাটিয়াগঞ্জ রেলওয়ে সেকশনে, বেত্তিয়া মাঝাউলিয়া স্টেশনের কাছে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেসের ৫টি বগি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পূর্ব মধ্য রেলের আধিকারিকরা। যাত্রীদের আহত হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ওই ৫টি বগিতে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

বিশেষ জোর দেওয়া হবে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে

নয়াদিল্লি,২ ফেব্রুয়ারিঃআর্থিক ক্ষেত্রের নিরন্তর সংস্কার প্রচেষ্টা এবং প্রযুক্তি্র উদ্ভাবনী প্রয়োগ ও ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে ভারতীয় অর্থনীতির বাজার এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের আর্থিক ক্ষেত্রকে আরও সংহত করে তুলতে ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট পেশকালে তিনি বলেন, অমৃতকালে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে প্রযুক্তি-চালিত তথা জ্ঞান-ভিত্তিক এক অর্থনীতি যা গড়ে উঠবে সরকারি ব্যাপক লগ্নি প্রচেষ্টার হাত ধরে এবং মজবুত এক আর্থিক কাঠামোর মধ্যে।অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তুলতে এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আইনে কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ আইন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন সংশোধনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।অর্থমন্ত্রী আজ সংসদে আরও জানিয়েছেন, কোম্পানি আইনের আওতায় বিভিন্ন কোম্পানি বা সংস্থার প্রয়োজন মেটাতে একটি কেন্দ্রীয় প্রসেসিং সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। এর ফলে, সার্বিক ব্যবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হবে।একটি সুসংহত আইটি পোর্টাল গা তোলারও প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর মতে, এটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীরা তাঁদের অনাদায়ী শেয়ার ও ডিভিডেন্ড আদায় করার জন্য সহজেই ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির দ্বারস্থ হতে পারবেন।ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সমাজের সর্বস্তরে এর জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬ শতাংশ। আর্থিক মূল্যের হিসাবে এই হার দাঁড়িয়েছে ৯১ শতাংশের মতো। সরকারি ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরেও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।এবারের বাজেট প্রস্তাবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালু করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নের ওপর এবারের বাজেটে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার এই অমৃত মহোসবকালে নারী ক্ষমতায়নের মতো বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত এই সঞ্চয় প্রকল্পটি চালু থাকবে। এর আওতায় দু'বছর মেয়াদকালের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫ শতাংশ হারে সুদ সহ আমানতের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে মহিলা ও কন্যাসন্তানের নামে। প্রয়োজনে আমানতের কিছু অংশ তুলে নেওয়ারও সুযোগ থাকবে এই সঞ্চয় প্রকল্পটিতে।এবারের বাজেট প্রস্তাবে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমের আওতায় আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্কিমে সা চার লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন থেকে সিঙ্গল অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা যাবে। আবার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রাকে ৯ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় সমাধান ও সুযোগ-সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের অনুকূলে GIFT IFSC-তে ডেটা এমব্যাসি তৈরিরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে।সিকিউরিটি মার্কেটে পেশাদার তথা কর্মীগোষ্ঠীর দক্ষতা বাানোর উদ্দেশ্যে সেবির ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে এবারের বাজেটপ্রস্তাবে। ন্যাশনাল ইন্সিটিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট-এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সেবির উপযুক্ত ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হবে।

জেল থেকে মুক্তি পেলেন কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান, ধন্যবাদ জানালেন মিডিয়াকে

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃঅবশেষে জেল থেকে মুক্তি পেলেন কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান। বৃহস্পতিবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সিদ্দিককে, এমনটাই জানিয়েছেন লখনউ জেলা কারাগারের আধিকারিক রাজেন্দ্র সিং। দীর্ঘ ২৮ মাস পর জেল বেরোনোর পর মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেরলের সাংবাদিক। তিনি বলেছেন, ২৮ মাস পর আমি জেল থেকে বেরোলাম। আমাকে সমর্থন করার জন্য মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। জেল থেকে বেরোতে পেরে আমি খুশি।২০২০-র অক্টোবরে হাথরাস যাওয়ার পথে উত্তর প্রদেশ পুলিশ গ্রেফতার করে কেরলের এই সাংবাদিককে। তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ-সহ একাধিক কঠোর ধারায় মামলা হয়। দাবি করা হয়, তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার সদস্য। প্রসঙ্গত, হাথরাসে এক দলিত তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। সেই খবর করতেই হাথরাস যাচ্ছিলেন সিদ্দিক। পথেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।প্রসঙ্গত, গত ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে অন্য সমস্ত মামলায় জামিন দেয়। কিন্তু তখনও জেলমুক্তি ঘটেনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দায়ের করা আর্থিক তছরুপের মামলায় জামিন না মেলায়। পরবর্তীকালে সেই মামলাতেও জামিন পেয়ে যান সিদ্দিক। বুধবারই সিদ্দিকির জামিনের জন্য প্রয়োজনীয় সিউরিটি আদালতে দাখিল করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রের চাপে আদানি গোষ্ঠীতে বিনিয়োগ করল এলআইসিঃকংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি) মোদী সরকারের চাপে আদানি গোষ্ঠীর কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। এর জেরে ৪০ কোটি এলআইসি পরিবারের উপর অর্থনৈতিক সংকটের মেঘ ঘোরাফেরা করছে।কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেদা বৃহস্পতিবার পার্টির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট আসার পর থেকে আদানি গোষ্ঠী বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই গ্রুপের বিরুদ্ধে প্রতারণার অনেক অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, এলআইসি সাম্প্রতিক অতীতে আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি ট্রান্সমিশন, আদানি গ্রিন এনার্জিতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে।খেরার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মোদীর চাপে আদানি গ্রুপে এলআইসি এই বিনিয়োগ করেছে। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পরে আদানি গোষ্ঠীর উপর সঙ্কট তৈরি হলে এলআইসি-তে বিনিয়োগ করা লোকদের অর্থ ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।আদানি গোষ্ঠীও সরকারী খাতের ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রচুর ঋণ নিয়েছে। তিনি বলেন, গৌতম আদানি এসবিআই থেকে ৩০ শতাংশ ঋণ নিয়েছেন। অথচ আট শতাংশ ঋণ নেওয়া হয়েছে বেসরকারি ব্যাংক থেকে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ব্যাঙ্ক ও এলআইসির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ওপর। এমতাবস্থায় সরকারের উচিত কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনগণের সন্দেহ দূর করা।

বাদ শুধু শ্রীনগর কাশ্মীরের সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে পারদ, তাপমাত্রা বাড়ল জম্মুতে

শ্রীনগর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু স্থানে ন্যূনতম তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি এবং অন্য স্থানে হ্রাস পেয়েছে। বৃহস্পতিবার শ্রীনগর ব্যতীত কাশ্মীর উপত্যকায় সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিনের তুলনায় ঠান্ডা একটু বেড়েছে শ্রীনগরে। পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।গুলমার্গ আগের রাতে মাইনাস ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তুলনায় মাইনাস ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গ বিশ্ব বিখ্যাত স্কিইং রিসর্ট হিসেবে খ্যাত। এখানেই গতকাল দু''জনের মৃত্যু হয়েছিল তুষারধসে। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে ঠান্ডায় কাঁপছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। লাদাখের লেহ ও কার্গিলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে মাইনাস ১১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও মাইনাস ১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আদানি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ২০ হাজার কোটি টাকার এফপিও স্থগিতের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আদানি গ্রুপের কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজের এফপিও আনার পরিকল্পনা বাতিল করেছে। ২০ হাজার কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ারের এফপিও স্থগিত করার পরে বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।বুধবার রাতেই স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আদানি এন্টারপ্রাইজেসের নতুন শেয়ার ছাড়ার (এফপিও) প্রক্রিয়া। বৃহস্পতিবার শিল্পপতি গৌতম আদানি নিজেই তাঁর সংস্থার এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। টুইটারে পোস্ট করা ভিডিয়ো বার্তায় আদানি বলেছেন, ' প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু এখন বাজারের অস্থিরতা বিবেচনা করে, সংস্থার পরিচালন বোর্ড দৃঢ় ভাবে মনে করেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এফপিও নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নৈতিক ভাবে ঠিক হবে না। আমাদের বিনিয়োগকারীদের লোকসানের আঁচ থেকে বাঁচাতেই এফপিও প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত।''প্রসঙ্গত, আদানির শিল্পগোষ্ঠীর ' নিয়ে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্ট সামনে আসার পর থেকে টানা পড়ে চলেছে তাদের সাতটি সংস্থার শেয়ার দর। তা সত্ত্বেও আদানি এন্টারপ্রাইজেসের দ্বিতীয় দফার শেয়ার (এফপিও)

ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচারে ৩ ফেব্রুয়ারি 'বিজয় সংকল্প' সমাবেশে নাড্ডা, স্মৃতি ইরানি, হিমন্তবিশ্ব, শুভেন্দু, মিঠুন সহ আসছেন একঝাঁক তারকা প্রচারক

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে আজ,শুক্রবার ৩ ফেব্রুয়ারি ' বিজয় সংকল্প' সমাবেশে ঝড় তুলবে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, নেডা-র আহ্বায়ক তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ একঝাঁক তারকা প্রচারকের সমাবেশে ভোটের প্রচারে আলাদা উন্মাদনা তৈরি হবে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি চূান্ত বিজেপির।নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল অমরপুর এবং পাবিয়াছা৷ বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি জনসভায় অংশ নেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এছাড়া ওইদিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন

বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে যোগদান করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, বিজেপির জনজাতি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি সাংসদ সমীর ওরাওঁ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ রাজদীপ রায় এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আজ(শুক্রবার) দুপুর বারোটায় অমরপুরে এবং বিকেল চারটায় পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে জেপি নাড্ডা নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবেন। এছাড়া বিশালগ। ও শান্তিরবাজারে সাংসদ দিলীপ ঘোষ, ধর্মনগর ও বাগবাসায় সাংসদ রাজদীপ রায়, করমছড়া ও সুরমায় সাংসদ সমীর ওরাওঁ এবং তেলিয়ামড়া ও কমলাসাগরে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জনসভায় অংশ নেবেন।তেমনি বনমালিপুর, কৃষ্ণপুর এবং সূর্যমণিনগরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বাধারঘাট ও কাকড়াবন-শালগড়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, চড়িলাম ও বক্সনগরে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, টাউন বড়োদায়ালি এবং নলছড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং বামুটিয়া, মান্দাই বাজার ও খয়েরপুরে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বিজয় সংকল্প জনসভায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলবেন।এছাড়া, শুক্রবার ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লবকুমার দেবের রামনগর ও আগরতলায়, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের প্রতাপগড়ে, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা আমবাসা ও রাইমা ভ্যালিতে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিকের ধনপুর ও সোনামুড়ায় 'বিজয় সংকল্প' সমাবেশে অংশগ্রহণের সূচি নির্ধারিত হয়েছে।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭ উত্তর প্রদেশে একজনের মৃত্যু, আরোগ্যের সংখ্যাও বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ১০০-র গন্ডি অতিক্রম করল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭ জন, এই সময়ে উত্তর প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭ জন, নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫,৩০,৭৪১। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৭৬৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫০,৫১৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৩,০১৫-এ পৌঁছেছে।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯২২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৫২,৮২,৮৯৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৪৩,৪০৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বিরোধীরা, প্রহ্লাদ বললেন যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনে নিজেদের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসল বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সকালে সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, শিবসেনার (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রামগোপাল যাদব প্রমুখ।শিবসেনার (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এদিন বলেছেন, বিরোধী দলগুলি সংসদের উভয় কক্ষে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট এবং আদানি স্টক ক্র্যাশের বিষয়টি উত্থাপন করবে। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, সাধারণ মানুষকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এই সরকার 'জেব কাটুয়া' সরকারে পরিণত হয়েছে। তাঁরা আমাদের পকেট থেকে ১০০০ টাকা নিয়ে ২০০ টাকা দিচ্ছে।এদিকে, বিরোধীদের উদ্দেশে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার। বৃহস্পতিবার প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, (বিরোধী দল) যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে গঠনমূলক পরামর্শ দিতে হবে। আমি (বিরোধীদের কাছে) আবেদন করছি সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়া হোক।

অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় ফুটবল দলে দিনহাটার তানিয়া

দিনহাটা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী দলে শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের পর এবার উওরবঙ্গ থেকে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন দিনহাটার মেয়ে তানিয়া কান্তি। ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা ফুটবল দলে দিনহাটার তানিয়ার সুযোগ পাওয়ায় খুশি দিনহাটা তথা উওরবঙ্গের ক্রীড়াপ্রেমীরা।দিনহাটা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তানিয়া। বাবা ভজন কান্তি পেশায় গাড়ি চালক, মা শম্পা কান্তি গৃহবধূ। তানিয়ার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পাওয়ায় বেজায় খুশি শম্পা দেবী। তিনি জানান যে, মেয়ে শুধু বলত একদিন বড় জায়গায় সুযোগ পাব, আর তাই আজকের এই সুযোগ পাওয়ার খবরে আমরা গর্বিত। সংহতি ময়দানে যখন ওর নয় বছর বয়স তখন থেকেই অনুশীলন করত। এরপর হলদিবাড়িতে খেলার সুবাদে কলকাতা লিগ তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি।তানিয়ার কোচ সঞ্জীব বাউরি জানান যে, ছাত্রীর এই সুযোগ পাওয়ার খবরে আমি সত্যিই আনন্দিত ওর জেদই ওকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ওরা সবা কাপ-২০২৩ খেলতে বাংলাদেশ রওনা হয়েছে। তানিয়া জানায় যে, ছোট থেকে স্বপ্ন দেখতাম ভারতের হয়ে খেলার, আজ সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আগামীতে দেশকে অনেক সাফল্য এনে দিতে চাই। তানিয়ার এই সুযোগে খুশি উওরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহও।

পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ গ্রেফতার, তীব্র নিন্দা ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃপাকিস্তানের প্রাক্তন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে আওয়ামী মুসলিম লীগ (এএমএল) প্রধান শেখ রশিদ আহমেদকে মুরি মোটরওয়ে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।প্রাক্তন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী এবং তাঁর ভাগ্নে শেখ রশিদ শফিক অবশ্য পুলিশের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রাওয়ালপিন্ডিতে নিজের বাড়ি থেকে শেখ রশিদ আহমেদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, মোটরওয়ে নয়। ইসলামাবাদের আবপারা থানায় রশিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির রাওয়ালপিন্ডি ডিভিশনের সভাপতি রাজা ইনায়াত ওর রেহমান। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির বিরুদ্ধে মন্তব্য করার অভিযোগে আহমেদকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, শেখ রশিদ আহমেদকে গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

প্রাথমিকে ডিএলএড পরীক্ষার সূচি ঘোষণা হল

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার প্রাথমিকে শিক্ষক পদে চাকরি করতে গেলে আবশ্যিক হয়েছে ডিএলএড পাঠ্যক্রম। ২০২১-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।সদ্য ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবশ্যিক টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসের ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার থেকে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শুরু হবে। রবিবার ১১ তারিখ ওই পরীক্ষা শেষ হবে।বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। সেদিন ' চাইল্ড স্টাডির' বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওই দিন দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে বাংলা, নেপালি, উর্দু ও সাঁওতালি ভাষার। পরের দিন ১০ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা হবে। ওই দিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পরিবেশ বিদ্যার বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত অঙ্ক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ঢাকায় মেট্রোলাইন নির্মাণকাজের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঢাকায় মেট্রোলাইন নির্মাণকাজের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার ১১টার কিছু পরে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের রাজাউল কমার্শিয়াল প্লটমাঠে মেট্রোলাইন নির্মাণকাজের উদ্বোধন ঘোষণা ও ফলক উন্মোচন করেন। উত্তরা দিয়াবা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল উদ্বোধনের এক মাসের মাথায় দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেলের নির্মাণকাজেরও উদ্বোধন করলেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি, সাক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল) এম এ এন সিদ্দিক। নির্মাণকাজ শেষ হলে ২৫টি ট্রেন চলবে। একেকটি ট্রেনে থাকবে ২৫টি আটটি করে কোচ। ব্যস্ত সময়ে আড়াই থেকে তিন মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। ২০৩০ সাল নাগাদ রাজধানী ঢাকায় মোট ছয়টি মেট্রোরেল রুট উদ্বোধন করা হবে। প্রতিটি প্রকল্পের দায়িত্বে ডিএমটিসিএল।

জম্মুতে জোড়া বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

জম্মু, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার জম্মুর নারওয়াল এলাকায় জোড়া বিস্ফোরণে জড়িত একজন অভিযুক্ত জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক দিলবাগ সিং বলেন, এই মামলায় সন্ত্রাসী আরিফকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত মাসে জম্মুর নারওয়াল এলাকায় জোড়া বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। প্রায় আধা ঘণ্টার ব্যবধানে জোড়া বিস্ফোরণ ঘটে।রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম বিস্ফোরণ ঘটাতে অপরাধীরা একটি এসইউভি গাড়ি ব্যবহার করেছিল। জোড়া বিস্ফোরণের পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। ডিজিপি দিলবাগ সিং এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দুটি

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩ ফেব্রুয়ারি ঃশুক্রবার, ১৯মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৯ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৮শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ২৫মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।। **বৃষ রাশিঃ** শরীর ভালো যাবে ।সংসারে শান্তি হবে । শুভদিন হতে পারে আজকেই। **মিথুন রাশিঃ**আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার। **কর্কট রাশিঃ**বিবাহের যোগ । সন্তান হতে পারে। অর্থ ব্যয় হবে **সিংহ রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সংসারে শান্তি হবে **কন্যা রাশিঃ**বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই ব্যাহত করে। **তুলা রাশিঃ**নিজেকে অ প্রয়োজনীয় দোষারোপ আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে।। **বৃশ্চিক রাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। **ধনু রাশিঃ**সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আজ আপনার সমস্যা হল আপনার টাকা ঝুলে থাকবে-। অর্থ সঞ্চয় হতে পারে **মকর রাশিঃ**আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। বিবাহের যোগ হবে **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সন্তান হতে পারে। **মীন রাশিঃ**অন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করার জন্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। আপনার এই ধরনের চিন্তা উপেক্ষা করা উচিত কারণ এগুলি

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 20, 2023 (the "Letter of Offer" or the "LoF") filed with stock exchange namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and Securities Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on SEBI's website pursuant to proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED

(Erstwhile known as Destiny Logistic Limited)

Our Company was originally incorporated as "Destiny Logistic Limited" having its registered office at 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700 048, West Bengal, India on July, 28, 2011 vide certificate of incorporation bearing CIN: U63090WB2011PLC165520 under the provisions of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of the company changed to "Destiny Logistics & Infra Limited" vide fresh certificate of incorporation dated September 07, 2021. The Company got listed on Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited w.e.f. October 13, 2021 and the CIN of the Company changed to L63090WB2011PLC165520.

Registered Office: 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700 048, West Bengal, India; **Corporate Office:** Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata – 700091, West Bengal, India; **Contact Person:** Mr. Mustafa Rangawala, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No:** +91 9836000343;
E-Mail Id: cs@destinyinfra.in; **Website:** www.destinyinfra.in; **CIN:** L63090WB2011PLC165520

OUR PROMOTERS: (I) MR. JUGAL KISHORE BHAGAT AND (II) MRS. REKHA BHAGAT

ISSUE OF UP TO 76,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF ₹10.00/- PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹769.40/- LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, JANUARY 27, 2023 ("THE ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 112 OF THE LETTER OF OFFER.

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON:	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*:	ISSUE CLOSES ON#:
Wednesday, February 08, 2023	Monday, February 13, 2023	Friday, February 17, 2023

Pursuant to the January 22 – Rights Issue Circular, SEBI has introduced the concept of credit of Rights Entitlements into the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders, which can be renounced by them by way of On Market Renunciation or Off Market renunciation. Further, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made only in dematerialised form.
*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat accounts of the Renounces on or prior to the Issue Closing Date.
#Our Board or a duly authorised committee thereof will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application-Make use of it!!!

*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

PROCESS OF APPLICATION IN THIS ISSUE:
In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.
The Application Form can be used by the Eligible Equity Shareholders as well as the Renounces, to make Applications in this Issue on the basis of the Rights Entitlement credited in their respective demat accounts or demat suspense escrow account, as applicable. For further details on the Rights Entitlements and demat suspense escrow account, see **"Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders"** on Page **115** of the Letter of Offer.
Investors can submit either the Application Form in physical mode to the Designated Branch of the SCSBs or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) authorizing the SCSB to block the Application Money in an ASBA Account maintained with the SCSB. Application through ASBA facility in electronic mode will only be available with such SCSBs who provide such facility.
Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details see **"Grounds for Technical Rejection"** given on page **131** of the Letter of Offer. Our Company, the Lead Manager, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

MAKING OF AN APPLICATION THROUGH THE ASBA FACILITY:
An Investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.
Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, refer https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS:
An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India. Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:
• Name of our Company, being **"Destiny Logistics & Infra Limited"**; • Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); • Registered Folio No. (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID No.; • Number of Equity Shares held as on Record Date; • Allotment option – only dematerialised form; • Number of Rights Equity Shares entitled to; • Total number of Rights Equity Shares applied for; • Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any; • Total number of Rights Equity Shares applied for; • Total amount payable at the rate of ₹10/- for Rights Equity Shares issued in one Rights Entitlement; • Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB; • In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address, branch of the SCSB with which the account is maintained and a copy of the RBI approval obtained pursuant to Rule 7 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019. • Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; • Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; • Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and • In addition, all such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:
"I/ We understand that neither the Rights Entitlement nor the Equity Shares have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the "United States") except in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/ we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand that this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we understand that none of the Company, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of the Company has reason to believe is in the United States, or if such person is outside India and the United States, such person is not a corporate shareholder, or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.
I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S"), or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States, and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S.
I/We acknowledge that the Company, the Lead Manager, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."
I/We acknowledge that Our Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date".
In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/destiny.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM
Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.
Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those resident Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.
To update respective email addresses/ mobile numbers in the records maintained by the Registrar or our Company, Eligible Equity Shareholders should visit https://rights.cameoindia.com/destiny.

PROCEDURE FOR APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM
Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in this Issue:
(a) The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date.
(b) The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;
(c) The Eligible Equity Shareholders can access the Application Form from:
• our Company at www.destinyinfra.in; • the Registrar at https://rights.cameoindia.com/destiny; • the Lead Manager at www.finshoregroup.com; • the Stock Exchange at www.nseindia.com;
Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (https://rights.cameoindia.com/destiny) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (www.destinyinfra.in); The Eligible Equity Shareholders shall, on or before the Issue Closing Date submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.
Further, such resident Eligible Equity Shareholder can:
(i) apply for its Rights Equity Shares to the full extent of its Rights Entitlements; or
(ii) apply for its Rights Equity Shares to the extent of part of its Rights Entitlements (without renouncing the other part); or
(iii) apply for Equity Shares to the extent of part of its Rights Entitlements and renounce the other part of its Rights Entitlements; or
(iv) apply for its Rights Equity Shares to the full extent of its Rights Entitlements and apply for additional Rights Equity Shares; or
(v) renounce its Rights Entitlements in full.

NO OFFER IN UNITED STATES
The Rights Equity Shares or Rights Entitlements have not been recommended by any U.S. federal or state securities commission or regulatory authority. Furthermore, the foregoing authorities have not confirmed the accuracy or determined the adequacy of the Letter of Offer, Abridged Let-ter of Offer and the Application Form ("Issue Materials"). Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The Right Entitlements or the Rights Shares of our Company have not been and will not be registered under United States Securities Act, 1933, as amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold, or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof, except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The rights referred to in the Issue Materials are being offered in India, but not in the United States. The offering to which the Issue Materials relate to is not and are under no circumstances to be construed as, an offering of any Right Entitlement or the Rights Shares for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Right Entitlement or the Rights Shares. Accordingly, the Issue Materials should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.
Neither our Company nor any person acting on behalf of our Company will accept subscriptions or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on behalf of our Company has reason to believe is, either a U.S. person (as defined in Regulation S) or otherwise in the United States when the buy order is made. Envelopes containing an Application Form and Rights Entitlement Letters should not be postmarked in the United States or otherwise dispatched from the United States or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer, and all persons subscribing for the Right Entitlements or the Rights Shares and wishing to hold such Rights Shares in registered form must provide an address for registration of the Equity Shares in India.
The Company is making this Issue of Rights Equity Shares on a rights basis to the eligible equity shareholders and the Issue Materials has been dispatched to (i) only to e-mail addresses of resident Eligible Equity Shareholders who have provided their e-mail addresses; (ii) through physical delivery only to the Indian address of the resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, whose e-mail addresses are not available with the Company or the Eligible Equity Shareholders have not provided the valid e-mail address to the Company; (iii) through physical delivery only to the Indian addresses of the non-resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, who have provided an Indian address to the Company; and (iv) to the e-mail addresses of foreign corporate or institutional shareholders. Those over-seas shareholders, who have not updated our records with their Indian address or the address of their duly authorized representative in India, prior to the date on which we propose to dispatch the Issue Materials, shall not be sent the Issue Materials.
Any person who acquires Rights Entitlements and the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed, (i) that it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States when the buy order is made, (ii) it is not a U.S. person (as defined in Regulation S), and does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States, and (iii) is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.
The Company and the Lead Manager are not making, and will not make, and will not participate or other-wise be involved in any offers or sales of the Rights Entitlements, the Rights Equity Shares or any other security with respect to this Issue in the United States.
The Company, in consultation with the Lead Manager, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to the Company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States of America; (ii) does not include the relevant certification set out in the Application Form headed "Overseas Shareholders" to the effect that the person accepting and/or renouncing the Application Form does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States of America, and such person is complying with laws of the jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, among others; or (iii) where the Company believes that the Application Form is incomplete or the acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; or (iv) where a registered Indian address is not provided, and the Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form. Rights Entitlement may not be transferred or sold to any person in the United States of America.
The above information is given for the benefit of the Applicants / Investors. The Company and the Lead Manager are not liable for any amendments or modification or changes in applicable laws or regulations, which may occur after the date of the Letter of Offer. Investors are advised to make their independent investigations and ensure that the number of Rights Equity Shares applied for do not exceed the applicable limits under laws or regulations.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders have been credited in their respective demat account under the **ISIN - INE0IGO20011.**
Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., https://rights.cameoindia.com/destiny) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date). The link for the same shall also be available on the website of the Company (www.destinyinfra.in).

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is February 17, 2023, i.e., Issue Closing Date. The Board of Directors or the Rights Committee may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be ex-tended by the Rights Committee/Board, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Rights Committee/ Board shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, **"Basis of Allotment"** on page **134**.
Please note that on the Issue Closing Date Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: The Allotment of Equity Shares pursuant to the Issue will only be made in dematerialized form. In accordance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the credit of Rights Entitlement and the Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, the Rights Entitlement of Physical Shareholders has been credited in the suspense escrow demat account opened in the name and style of **"Destiny Logistics and Infra Limited A/C"**. Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or the Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat account at least one day before the Issue Closing Date. The Rights Entitlement of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their demat account to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, shall lapse. For further details, see **"Terms of Issue – Procedure for Application"** on page **123** of the LOF and **"Terms of Issue – Credit of Rights Entitlements in Demat Account of Eligible Equity Shareholders"** on page **115** of the LOF.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

LISTING:
The existing Equity shares of our Company are listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). Our company has received "In-principle" approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") for listing the equity shares arising from the Issue vide their letters dated September 05, 2022. For the purposes of the Rights Issue, the Designated Stock Exchange is NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Board of Directors of our Company has approved and passed resolution on May 30, 2022 to authorize the Board of Directors to raise the funds by way of Right Offering aggregating to Rupees 769.40 Lakhs, the Draft Letter of Offer **("DLOF")** has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs. 5,000.00 lakhs. However, the LOF has been filed with SEBI. Further, it is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the full text **"Disclaimer Clause of SEBI"** beginning on page no. **107** of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the **"Disclaimer clause of NSE"** beginning on page **108** of the Letter of Offer.

INVESTORS ARE ADVISED TO REFER THE LOF, ALOF, AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS:
In In accordance with the SEBI (ICDR) Regulations and relevant SEBI circulars on Rights Issue, our Company will send, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, Application Form and other issue material (i) only to e-mail addresses of the resident Eligible Equity Shareholders who have provided their e-mail addresses; (ii) physical delivery only to the Indian address of resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, whose e-mail addresses are not available with our Company or the Eligible Equity Shareholders have not provided the valid email address to our Company; (iii) physical delivery only to the Indian addresses of the non-resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, who have provided an Indian address to our Company; and (iv) to the e-mail addresses of the foreign corporate or institutional shareholders,
Further, the Letter of Offer will also be provided by our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who makes a request in this regard.
Please note that Eligible Equity Shareholders, in order to update the respective Indian addresses/ email addresses/ mobile numbers in the records maintained by the Registrar or our Company, should visit https://rights.cameoindia.com/destiny. Investors can access the Issue Materials (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of:

- our Company at www.destinyinfra.in;
- the Registrar at https://rights.cameoindia.com/destiny;
- the Lead Manager at www.finshoregroup.com;
- the Stock Exchange at www.nseindia.com;

Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form may apply, along with the requisite application money, by using the application forms available on the websites above, or on plain paper, with the same details as per the application form available online
Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (https://rights.cameoindia.com/destiny) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.destinyinfra.in).
Further, our Company along with the Lead Manager will undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible. Our Company and the Lead Manager and the Registrar will not be liable for non-dispatch of physical copies of Issue materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form attributable to non-availability of the email addresses of Eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE: The Investors can visit following links for the below mentioned purposes:
Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: https://rights.cameoindia.com/destiny
Updation of Email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company Cameo Corporate Services Limited. https://rights.cameoindia.com/destiny
Updation of Indian address in the records maintained by the Registrar or our Company by email to: priya@cameoindia.com
Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: https://rights.cameoindia.com/destiny
Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders: https://rights.cameoindia.com/destiny

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	BANKER TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok Building, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal **Telephone:** +91 33 22895101 / +91 33 4603 2561 **Email ID:** info@finshoregroup.com **Investor Grievance ID:** investors@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com **Contact Person:** Mr. S. Ramakrishna Iyengar **SEBI Registration No:** INM000012185 **CIN:** U74900WB2011PLC169377	**CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED** "Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India **Telephone:** +91 44-40020700 / 0710 / 0706 / 0741 **Email:** priya@cameoindia.com **Investor Grievance ID:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration Number:** INR000003753 **CIN:** U67120TN1998PLC041613	**ICICI BANK LIMITED** Capital Market Division, 5th Floor, H T Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400020 **Telephone:** 022- 68052182 **Fax:** 022- 22611138 **E-mail:** sagar.welekar@icicibank.com **Website:** www.icicibank.com **SEBI Registration No:** IN-BI00000004 **Contact Person:** Mr. Sagar Welekar	**DESTINY LOGISTICS & INFRA LTD** 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700 048, West Bengal, India **Telephone:** +91 9836000343 **E-Mail ID:** cs@destinyinfra.in **Website:** www.destinyinfra.in **Contact Person:** Mr. Mustafa Rangwala **CIN No:** L63090WB2011PLC165520

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters such as non-receipt of letter of Allotment, non-credit of Allotted Rights Equity Shares in the respective beneficiary account or non-receipt of Refund Orders and such other matters.

For Destiny Logistics & Infra Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Rekha Bhagat
Managing Director

Place: Kolkata, West Bengal
Date: February 2, 2023

Destiny Logistics & Infra Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed the Letter of Offer dated January 20, 2023 with SEBI and the Stock Exchange. The LoF is available on the website of SEBI and NSE at www.sebi.gov.in, www.nseindia.com respectively, as well as on the website of Lead Manager to the Issue i.e. Finshore Management Services Limited at www.finshoregroup.com. Any potential investors should note that that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to such risk, please see section titled **"Risk Factors"** beginning on page **17** of the LoF.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ মাঘ ১৪২৯

বাজেট থেকে কি পেল জনসাধারণ?

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপরে নির্ভর করে দেশ উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ বিশেষ করে সত্তর শতাংশ মানুষ। বলতে গেলে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এদের দিকে তাকিয়ে কোনও দিনই বাজেট তৈরি করা হয়নি। বাজেট তৈরি করা হয়েছে শিল্পপতিদের দিকে তাকিয়ে। শিল্পপতিদের রক্ষা করতে এক সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রুখে দেওয়া হয়েছিল যাতে কলকারখানা বন্ধ না হয়ে যেতে পারে। বলতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি সরকার শিল্পপতিদের সরকার। তারা শিল্পপতিদের তোয়াজ করতেই থাকবে। এর থেকে তারা কিন্তু সরবে না। নিচুতলার মানুষকে টেনে ওপরে তোলার কোনও চেষ্টা করবে না। উপরের তলার মানুষকে আরও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে থাকবে। এটাই হচ্ছে বিজেপি দলের নিয়ম। বাজেট নিয়ে উচ্ছ্বাসিত প্রকাশ করেছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা বলেছে এই রকম বাজেট আগে প্রকাশ করে নি কোনও সরকার। মনে রাখতে হবে যে ভারত তথা সারা বিশ্ব করোনা সংক্রমণ থেকে উঠে এসেছে। আর্থিক সঙ্কট সবার পিছু ছাড়ছে না। গরিবদের আরও বেশি করে কষ্ট পেতে হচ্ছে। তাদের কাজের কোনও দিশা দেখাতে পারছে না কেউই। শিক্ষার উন্নতির কথা বেশি উল্লেখ নেই। করের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কর সর্বস্ব বাজেট বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন যে এই বাজেট একেবারে দিশাহীন। গরিবদের পথ দেখাবে না। গরিবদের বাজেট তেরি করতে গেলে সাহস লাগে। সেটা করতে পারছে না। আসলে দেশটাকে একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা যা বলছে তাই কেন্দ্রীয় সরকার করছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তো বাজেট তৈরি করতে পারেন না। তাঁর কাছে টাকা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে বহু উন্নয়ন একেবারেস্তব্ধ হয়ে যাবে। উড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক একবার বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার দরকার আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমতা রয়েছে এই সব সমস্যার সমাধান করার। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বারবার টাকার জন্য দরবার করতে শুরু করে দিয়েছেন। করোনা কালে যাদের আর্থিক অবস্থা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছিল তাদেরকে রক্ষা করা কথা বাজেটে উল্লেখ করা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সহায়াতা করেছিল। কিন্তু তা দিয়ে তো ভারতের জল গরম হবে না। দেশের মানুষ ভুখা রয়েছে আর কেন্দ্রীয় বাজেট শিল্পপতিদের কর নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কর ছাড় দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। গরিব লোকেদের বাজেটের মধ্যে ধরা হয় না। তারা বাজেটের বাইরে থাকে। বয়স্কদের সফর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা আগে যে রেল ছাড়ের সুবিধা পেত তা এখন আর নেই। সেই নিয়ে কোনও কথা বলেনি রেল। তারা এখন ভাড়া ছাড় দেওয়ার কথা ভাবছে না। এদিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন তুলে দিয়ে সেগুলিকে এক্সপ্রেস রেলে পরিণত করা হয়েছে। ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চেয়ে চারগুণ ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে গরীবদে কথা ভাবতে সরকার চায় না। তারা মনে করে ভারতে যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকেই আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল। এদের কোনও অভাব অভিযোগ নেই। দেশের সাধারণ মানুষের মুখে দিতে তাকিয়ে বাটেজ প্রস্তুত করা হয় না। শিল্প থেকে কতখানি লাভ করা সম্ভব তা নিয়ে অঙ্ক কষা হতে থাকে। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বাজেটে। এবারেও সেটা দেখতে পাওয়া গেল। করোনা দেখিয়ে দেশের বিক্ষোভকে প্রশমিত করা হয়েছে। এবারে করোনা নেই। তাহলে দেশের জনগণের রোষকে কীভাবে প্রশমিত করতে পারবে তার কোনও দিসা দেখাতে পারলো না সরকার। একশো দিনের কাজের ওপরে কোপ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ওপরে কোপ পড়েছে। এবারে বাজেটকে নির্বাচন মুখী বলে উল্লেখ করেছেন বাম দলের কোনও কোনও নেতা। তাঁরা মনে করছেন বিজেপি দলের মূল লক্ষ্যই হল নির্বাচনে জয়লাভ করা। এটা করতে পারলেই আর কোনও কিছুই সরকারের দরকার নেই। কিন্তু দেশের জনগণকে যদি শেষ করে দেওয়ার মতো বাজেট তৈরি হয় তাহলে সেই বাজেট দেশের উন্নতি করে দিতে পারে না। সত্তর শতাংশ মানুষের হাতে পয়সা নেই। তাদের কাছে এই বাজেট একেবারে অর্থহীন। সেই রকম অবস্থায় এসে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত যাতে শ্রীলঙ্কার মতো আর্থিক দিক দিয়ে বেসামাল না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট পেশ করা হয়েছে। লোকসভার ভোটের দিকে তাকিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়েছে বলে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন। সঞ্চিত বিদেশি মুদ্রার ওপরে যাতে হাত না পড়ে তার দিকে তাকিয়ে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। শিক্ষার উন্নতি করার ক্ষেত্রে যে সব অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা দিয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা একেবারে অসম্ভব। অবাধ শিক্ষার অধিকার গ্রহণ করতেহবে। সবাই যতে শিক্ষা গ্রহণ করতে কোনও রকম অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা কিন্তু করছে না। এদিকে রাজ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ছাত্রদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে ভর্তি টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে গরীব ছাত্ররা পড়াশুনার করার মতো পরিবেশ পাচ্ছে না। পড়াশুনার করার চলটা একেবারে উবে যেতে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে.যে ধরনের দুর্নীতি সমানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার হাত থেকে কবে রেহাই পাবে বাংলার মানুষ তা কেউই বলতে পারছে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্যানসার দিবস

ক্যানসার থেকে মুক্তির উপায়

রবীন্দ্র কুমার শীল

ক্যান্সার রোগ নিয়ে যতই ভয় থাকুক কিন্তু সেটা এখন ভয়ের কারণ নয়। ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আগে কিন্তু ক্যান্সারে বহু লোক মারা গিয়েছে। তখন ক্যান্সার টিকিৎসা এখন উন্নতি লাভ করেনি। কিন্তু এখন ক্যান্সার রোগ হলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। চিকিৎসা করলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি লাভ হওয়া সম্ভব। তবে চিকিৎসার খরচ সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরতে হবে। সরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসায় কোনও খরচ হয় না বটে। কিন্তু ওষুধ কিনতে বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ক্যান্সারের চরিত্র ভয়ঙ্কর আকার ধারন করে না। মানুষের দেহে ক্যান্সার হয়। তার চারভাগের একভাগ চিকিৎসায় ভালো হয় না। কিন্তু তিন ভাগ ভালো হয়। ক্যান্সারের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তা নিয়ে বই লিখেছেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ। তিনি বলেছেন ক্যান্সার রোগীকে ভালো করা সম্ভব। যেমন টাইফয়েড রোগ এবং টিবি রোগের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।। তিনি বলেছেন, ক্যান্সার আসলে একটি রোগ নয়। ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়। ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ক্যান্সার নিয়ে সচেতনা শিবির তৈরি করা হচ্ছে। পথ নির্দেশিকা তৈরি করছে। কীভাবে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে তা নিয়ে চলছে গবেষনা। নিত্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। তার ফলে জটিল ক্যান্সার রোগ নিরাময় হতে পারছে। ক্যান্সারকে আমরা ভয় পাই তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এটা দ্রুত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষকে একেবারে অকেজো করে দেয়। শক্তিহীন করে দেয়। মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশ কমতে থাকে। ইচ্ছা আর নতুন করে জাগ্রত হয় না। নির্জীব পদার্থে পরিণত হতে শুরু করে। পরনির্ভরশীল হয়েপড়ে। মানুষের বদগুণ এবং অভ্যাসের জন্যই শরীরে ক্যান্সার বাসা বাঁধে বলে বিশ্বাস করেন ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ। সেই কারণে তিনি একটি বই লিখেছেন ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। প্রতিরোধ। ক্যান্সার রোগের চারভাগের তিন ভাগকে নিরাময় করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। আসলে মানুষ ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে কোনও ভালো ধারনা নেই। এই ধরনের রোগ হলেই তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। তার ফলে ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে শরীরের মধ্যে। প্রথম থেকেই যদি ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা যায় তাহলে কিন্তু এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ক্যান্সার রোগ নতুন রোগ নয়।

গত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে বিশ্বে ক্যান্সার রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত তার থেকে বাদ পড়ছে না। ভারতেও ক্যান্সার লোগের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'কেও ক্যান্সার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের অসামান্য শল্য চিকিৎসক ছিলেন তাঁর নাম সুশ্রুত। 'সুশ্রুত-সংহিতা' পুস্তকেও রয়েছে ক্যান্সার টিউমারের উল্লেখ। তিনি শুধু উল্লেখই করেনি টিউমারের চিকিৎসার ওষুধের নাম উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীনতম ক্যান্সারের নিদর্শন মেলে মিশরে। এডুইন স্মিথ প্যাপিরাসে আমরা দেখতে পাই তিনটি স্তন টিউমারের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলিকে পরে শরীর থেকে স্তনকে বাদ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব তথ্য আনুমানিক তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বের ঘটনা। ক্যান্সার শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'কারকিনোস'। যার অর্থ হল টিউমার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পাঁচটি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে

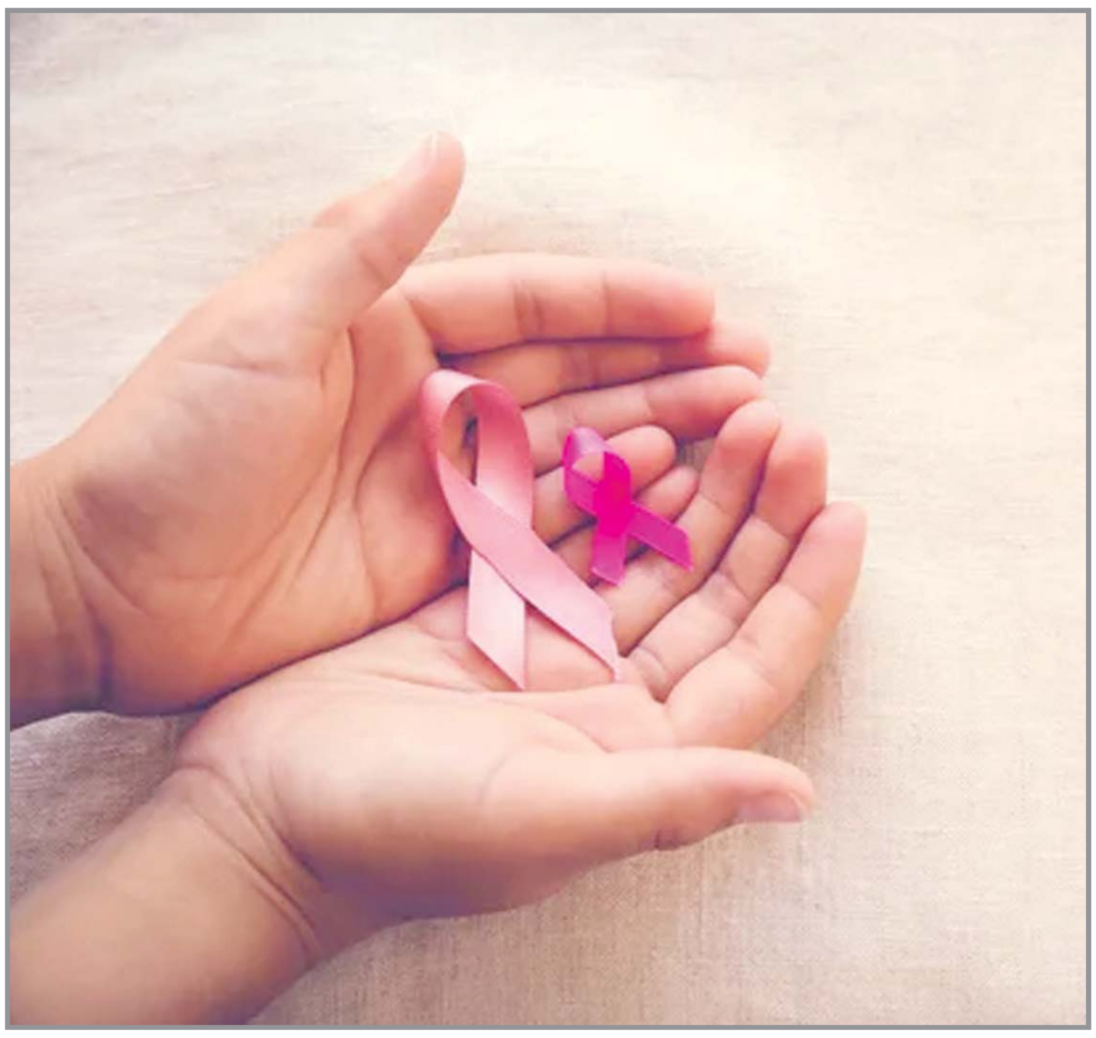

ক্যান্সার চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে-কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, হরমোনথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি। এর ফলে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতে শুরু করেছে। ক্যান্সারের ওষুধ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করতে থাকবে। এই সব কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। যে কোন রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল রোগ তাড়ানো এবং রোগ সারানো। ট্রিটমেন্ট অব ডিজিস এবং প্রিভেনস অব ডিজিস। ক্যান্সারে রোগের মৃত্যুরা হাত থেকে হৃদরোগে মৃত্যুর হার বেশি। এখন দেখতে হবে কী কী কারণে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম, তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার। আমরা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, দোক্তা, খৈনি, পানমশলা, গুটকা, নস্যি, জর্দা ইত্যাদি। যারা পাইপে করে ধূমপান করেন তাদের ঠোঁটে ক্যান্সার হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামাঞ্চলে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা মুখের ভিত রেখে নেশা করে। এটাকে বলা হয় ছুট্টা। এই রকম ধূমপায়ীদের টাগরায় ক্যান্সার হয়ে থাকে। ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যারা পান খান তাদের মুখের ভিতর ক্যান্সার দেখা দেওয়া সম্ভব। সূর্য কিরণ থেকে ক্যান্সার হতে পারে। অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ঠোঁটে ক্যান্সার হতে পারে। পেশা থেকে ক্যান্সার হতে পারে। তুলো, উল, কাঠের আসবাসপত্র তৈরি করা শ্রমিকদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মুখ গহ্বরে নিয়মিত আঘাত থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। কৃত্রিম দাঁত যদি ঠিক মতো মুখে খাপ না খায় তাহলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে। মুখের ভিতরে সাদা বা লাল প্যাচ থেকে ক্যান্সার হতে পারে। সাদা বা লাল প্যাচ থাকলে চিকিৎসা করার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে। খাদ্য ঠিক মতো গ্রহণ না করলে ক্যান্সার হতে পারে। এ,সি,ই খাদ্য ঘাটতি থাকলে ক্যান্সার দেখা দেখা দিতে পারে। শাকসব্জী খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বাইরাস থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস নামক একটি জীবানু থেকে মুখের ভিতরে ক্যান্সার হয়ে থাকে। মুখের স্বাস্থ্য সঠিকভাবে রাখার খুবই প্রয়োজন। এক্স-রে থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে একমাত্র উপায় হচ্ছে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ না করা। সামুদ্রিক মাছ এবং ভাত ডালের মধ্যেই ভিটামিন রয়েছে। তাও খাওয়া যেতে পারে। মহিলাদের বেশি করে জরায়ু ক্যান্সার দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে ফুসফুস ক্যান্সার সৃষ্টি হয় ধূমপান থেকে। ফুসফুস ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হল ধূমপান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। অ্যাসবেসটস সুতোর মতো ফাইবার সদৃশ পদার্থ। নিঃশ্বাস গ্রহণ কালে এই পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। সেই কারণে উচিত কাজ হচ্ছে অ্যাসবেসটস থেকে দূরে থাকা। কারখানাজাত পদার্থ থেকে ফুসফুস ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। আর্সেনিক, নিকেল, কয়লাজাত পদার্থ থেকে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফুসফুসে যক্ষা হয়েছ এই রকম রোগের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে হালকা ব্যায়াম করা উচিত। রোজ এটা করতে হবে একেবারে ঘড়ি ধরে। নাহলে কিন্তু শরীরকে সুস্থ রাখা যাবে না। শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে স্বাস্থ্য চর্চা অতি অবশ্যই করার খুবই প্রয়োজন। শাকসবজি এবং ফলমূল গ্রহণ করুন। কুমড়ো, গাজর এবং টমেটোতে অতিরিক্ত পরিমান ক্যান্সার প্রতিরোধ করার মতো গুণ রয়েছে। রেড মিট খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে মাসে মধ্যে একটি দিন দুই পিস খান। তার বেশি গ্রহণ করবেন না। গ্রিন টি ক্যান্সার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। রোজ এক কাপ করে গ্রিন টি খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। মহিলাদের বেশি করে স্তন ক্যান্সার হয়। এই স্তন ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে দ্রুত চিকিৎসা করার খুবই প্রয়োজন। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ভারতের অধিকাংশ মহিলারা স্তন ক্যান্সার হলে তা চেপে রাখেন। প্রকাশ করতে দেন না। ডাক্তারের কাছেও গিয়ে উপস্থিত হন না। তার ফলে বহু মহিলারা মারা যায়। যা চিকিৎসা করে সারানো সম্ভব ছিল তাকে একেবারে অসম্ভবে পরিণত করে ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করানোয়। চর্বিজাত খাবার খাওয়া কমাতে হবে। নাহলে কিন্তু এর হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু মাছের চর্বি বা তেল কিন্তু স্তন ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করে। সেই কারণে উচিত হচ্ছে প্রতিদিন রান্নাতে একটি করে মাছ থাকা খুবই প্রয়োজন। লাল টমাটোতে লাউকোপিন নামক এক পদার্থ রয়েছে যা স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। শরীর চর্চা হচ্ছে মহাযৌধ। এটা করলে পারলে সব রোগ থেকে অতি সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ওষুধ খাওয়ার খুব একটা বেশি প্রয়োজন পরে না। যারা বহু ধরনের ওষুধ খান তাদেরকে ওষুধের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র শরীর চর্চা। মাতৃদুগ্ধ পান করালেই স্তন ক্যান্সার কমতে পারে বলে মনে করেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাথ। মদ পান করলে স্তন ক্যান্সার বৃদ্ধি লাভ করে। প্রতি মাসে চার লিটারের বেশি মদ পান করলে স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে। বৃহদন্ত্রে কান্সার প্রতিরোধ করা যায়। এই রোগটিকে কেউ কেউ বলে থাকেন জেনেটিক। বংশ পরম্পরায় হতে থাকে। নিয়মিত অ্যাসপিনি জাতীয় ওষুধ খেলে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ভিটামিন ডি যুক্ত খারার খেতে হবে। আজকাল ফাস্ট ফুড রাস্তার ঢালাও করে বিক্রি হচ্ছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে ফাস্ট ফুড। ছেলেমেয়েরাও আসক্ত হয়ে পড়ছে ফাস্ট ফুডের ওপরে। এর থেকে পরিবারকে রেহাই দিতে হবে। নাহলে কিন্তু ক্যান্সার প্রতিরোধ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। পোলট্রির মাংস খান চর্বি ছাড়া। রেডমিট খাওয়া কমিয়ে ফেলুন। প্রচুর আঁশ যুক্ত খাবার খান। পেশা থেকে ক্যান্সার হতে পারে। তার দিকে বিশেষ নজর রাখা খুবই প্রয়োজন। পেশাগত ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হল কলকারখানা থেকে নিয়ম করে বের হয়ে এসে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করা। জীবনের ঝুঁকি থাকবে এই রকম কোনও কজে যোগ দান না করা। যদি বেঁচে থাকাই গেল না তাহলে পেশা কী করে করা সম্ভব সেটা ভেবে দেখতে হবে। আগে জীবনকে রক্ষা করতে হবে। তারপরে পেশা এবং আয় বৃদ্ধির দিকে বেশি করে নজর দেওয়া দরকার। মোবাইল ফোন ব্যবহার করা দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদেরকে বলা হয় মোবাইল ফোন কাছে রাখবেন না ঘুমানোর সময়ে। মোবাইল ফোন ঘুমের সময়ে কাছে রাখলে ব্রেন ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বলেছে যে মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারীরা বেশি করে আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছেন। পরোক্ষ ধূমপান ক্যান্সার রোগের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত। যাঁরা ধূমপান করেন না তারা যদি কোনও ধূমপায়ীদের পাশে বসেন তাহলে য ধূমপান করছেন তার ধোঁয়া নাকের মধ্যে প্রবেশ করে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে দেয়। কীটনাশক থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। ফলমূল থেকে কীটনাশক উদ্ধার করতে গেলে তাকে ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সতর্ক হলে ক্যান্সাররে হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো এটাই হোক বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের মুখ্য অঙ্গীকার।

বোল্টনের এরদোগানফোবিয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউক্রেনের সঙ্ঘাতের বিষয়ে তুরস্ক কঠোর রাশিয়াবিরোধী অবস্থান নিতে স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ও অনেক পশ্চিমী দেশ যন্ত্রণায় ভুগছে। বোল্টন বলেছেন, পশ্চিমীদের ঐক্য ও সংকল্প সত্যিকার অর্থেই বাস্তবে পরীক্ষিত হবে। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেয়াকে তিনি 'বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত' বলে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ার বাণিজ্য ও সামরিক অংশীদাররা প্রয়োজনের সময়ে সমর্থন জুগিয়েছে। এরদোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার সামরিক ক্যুতে বোল্টনও ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। মি. বোল্টন ক্ষমতায় এসেই 'ইরান বধ' কর্মসূচি নিয়েছিলেন, সেটি লক্ষ রেখেই ওয়াশিংটন তার মধ্যপ্রাচ্য নীতি সাজিয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্পের শেষের দিনগুলোতে এ বিষয়টি নিয়েই ট্রাম্প-বোল্টন বিরোধ হয় এবং ট্রাম্প তাকে সরিয়ে দেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, বোল্টনের কথা শুনলে একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতো। এখন সেই বোল্টন 'তুরস্ক বধ' করার মুখবন্ধ লিখছেন। তিনি এ বিষয়ে তুর্কি ও এরদোগানবিরোধী বিভিন্ন নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার দিয়ে আবহাওয়া গরম করছেন। এরদোগানকে আঘাত করার এটি মোক্ষম সময়, কারণ কয়েক মাস পরই তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন। জন বোল্টন মনে করেন, ২০২৩ সাল এরদোগানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি আবার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় ফেরেন তাহলে তুরস্কের ন্যাটো সদস্যপদ নিয়ে পশ্চিমীদের আবারো

চিন্তাভাবনা করা দরকার বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। তিনি আরো মনে করেন, ইউক্রেন সঙ্ঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ায় পশ্চিমী অসন্তোষ বৃদ্ধিতে তুরস্ক অবদান রাখছে। তবে পশ্চিমীরা যে বিপুল অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে যুদ্ধকে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেননি। তিনি বলেছেন, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে আঙ্কারা মস্কোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। তুর্কি কর্মকর্তারা ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে মূলত নিরপেক্ষ ছিলেন, মধ্যস্থতা ও যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাপ্তি চেয়েছিলেন। আমেরিকান রাজনীতির কথিত 'মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের' প্রতিনিধি জন বোল্টন টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক নিবন্ধে তীক্ষ্ণভাবে তুরস্ককে আক্রমণ করেছেন। বোল্টনের নিবন্ধটি টেলিগ্রাফের ব্রিটিশ সংস্করণের প্রথম সংখ্যায় চলতি জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। বোল্টনের মতে, ২০২৩ সাল ন্যাটোর জন্য টার্নিং পয়েন্ট এবং ইউক্রেনের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। ইউক্রেন সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে তুরস্ক যদি রাশিয়ার সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে, তাহলে ন্যাটো জোটের সদস্যপদ থেকে এ দেশটিকে বাদ দেয়া উচিত। প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে অনিচ্ছার জন্য ন্যাটোর বেশ কয়েকটি সদস্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী ঐক্য আরো মজবুত করার আহ্বান জানান। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বোল্টন বলেছেন, ন্যাটো জোটের 'দুর্বলতা' ইউক্রেনে চলমান সঙ্ঘাতে রুশ বাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছে। রাশিয়ার অগ্রাভিযান শুধু অবরোধ দিয়ে থামানো যাবে না। বোল্টন মনে করেন, পশ্চিমী ঐক্য ও সঙ্কল্প কোনোটিরই নিশ্চয়তা নেই। তিনি সাবধান করে বলেন, ন্যাটো ব্লকের মধ্যে ভাঙনের সুর রণিত হচ্ছে, যা তুরস্ক দিয়ে শুরু হয়েছে। তিনি আরো প্রমাদ গুনছেন, যদি এরদোগান আগামী মে মাসের নির্বাচনে আবারো জিতে আসেন তবে দেশটিকে ন্যাটো সদস্য পদে রাখা উচিত হবে কি না ন্যাটোর ভেবে দেখা উচিত। বোল্টনের বলেন, আঙ্কারা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ন্যাটো সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমী অস্ত্র চালানের প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় তুরস্ক কিয়েভে সামরিক সহায়তা সীমিত করেছে। তুরস্ক নিরপেক্ষ থেকে সঙ্ঘাতের কূটনৈতিক অবসানের জন্য মধ্যস্থতার যে চেষ্টা করছে, বিশ্ব নেতারা তাকে 'চমৎকার' বললেও বোল্টন মনে করেন, 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়।' বোল্টন জার্মানির ওলাফ শোলজেরও সমালোচনা করেছেন, শোলজ ২০২২ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বার্লিনের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। ন্যাটোর চাহিদা মেটাতে সামরিক ব্যয় বাড়ানোর কথাও ছিল। অথচ জার্মানির ২০২৩ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট আগের বছরের থেকে কম।

ক্রমশ...

বিশ্বভারতীর প্রেস রিলিজ নিয়ে নিন্দা

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ন্যাক্কারজনক ভাষায় আক্রমণ। প্রতিবাদে সরব হলেন আশ্রমিক থেকে সবাই। বৃহস্পতিবার সকালে হ্যালিপ্যাডে প্ল্যাকার্ড নিয়ে উপাচার্যকে ধিক্কার জানান। বিশ্বভারতীর প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, আমরা প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে চলতে অভ্যস্ত। এমন খোলাখুলি মন্তব্যেও অনেকেই সমালোচনা করেছেন। প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই রকম ভাষাতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস রিলিজ হতে পারে? অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে এরকম এত কদর্য ভাষায় প্রেস রিলিজ হয়েছে কিনা? ওর সব ভাষায় ওই রকম। ওই যে বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পাঁচিল দেয় ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো বাড়িতেও পাঁচিল আছে। এই ইট কাঠের পাঁচিলের বাইরে বেরিয়ে আশ্রম তৈরী করেছিলেন। গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী, বসুধারে রাখে নাই ক্ষুদ্র খণ্ড করি। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আশ্রম তৈরি করেছিলাম। সেটাই শান্তিনিকেতনে অন্তত বিফল হচ্ছে। মৌরুসী পাট্টার কথা বলছেন। আসলে হঠাৎ করে এসেছেন তো। আগের ঘটনাও জানেন না। পরের ঘটনাও জানেন না। নিজে একজন প্রশাসনিক প্রধান হয়ে আরেকজন প্রশাসনিক প্রধানকে বলছেন। এটা উনার স্বভাব। মন্দির উপাসনার জায়গা। সেখানে সমালোচনা করে যান আশ্রমিকদের নামে। যে আশ্রমিক সংঘ রবীন্দ্রনাথ নিজে তৈরী করেছিলেন। এই আশ্রমিক কথাটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বলেছিলেন। উনি বলেন, আশ্রমিক বুঝি না। উনি সংঘের কিছু কি করে? ওই জিনিসটা ওর মধ্যে নেই। সূক্ষ বোধ সভ্যতা ভব্যতার উনার (উপাচার্যর) অভাব আছে। সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, এখন যিনি উপাচার্য আছেন, তিনি সবার সমালোচনা করেন। ওটা উনার স্বভাব। ওটা সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। ওটা আজকে নতুন নয়। উনি চিরকালই এটাই করে আসছেন। আমরা এখানকার প্রাক্তনী যারা, আমরা তো সবাই দুষ্ট, সবাই খারাপ লোক। দুইবেলা আমাদের সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন, আমরা ভদ্রলোক নই। ওটা উনার স্বভাব। ওই সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যা বলেছেন, সেটা উনার ব্যক্তিগত বক্তব্য। আমি বলছি, উনি সবার সম্বন্ধে বলেন। নতুন কিছু তো নয়। উনি সবাইকে গালাগালি করেন। ওটা সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। উনি সব সময় তাই করেন। প্রসঙ্গতঃ বুধবার ওই প্রেস রিলিজের পর, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বর্ধমান সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে হ্যালিপ্যাডে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের বিশ্বভারতী ইউনিটের সদস্যরা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদে হাজির হন। সেই পড়ুয়াদের (বিশ্বভারতী ছাত্র-ছাত্রী) সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, গতকালের কদর্য ভাষায় এই প্রেস রিলিজকে ধিক্কার জানাই। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের অসহায় অবস্থা বুঝে তাঁদের সাহায্যের কথা বলেছেন। তাঁকে এভাবে এ ভাষায় আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। উল্লেখ্য, সেই প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে-এখানে মাননীয়াকে অনুরোধ করব যে কান দিয়ে না দেখে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন। আজ আপনার মনোনীত মন্ত্রী ও উপাচার্য গারদের ভিতরে। কি করে হোল ? কারণ আপনি স্তাবকের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই বিধ্বস্ত। আপনার প্রিয় শিষ্য যাকে না হলে আপনি বীরভূম ভাবতে পারতেন না। তিনিও জেলে। কবে বেরুবেন কেউ জানে না। আগে সাবধান করলে আপনি দুর্নাম থেকে বাঁচতে পারতেন। অবশ্য আপনি যদি সত্যি অর্থে মানুষের মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে এই কথাটা আপনার বোধগম্য হবে। আর, যদি স্তাবকপরিবৃত থাকতে ভালবাসেন তাহলে সামনে আরও বিপদের সম্মুখীন হবেন। উপাচার্য আরও বলেছেন, বিশ্বভারতী একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আপনার আশির্বাদ না থাকলে আমাদের সুবিধা কারণ আমরা প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে চলতে অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যতটা ভাল হওয়া দরকার, এখন ঠিক তেমন কি আছে? যদিও জনসংযোগ আধিকারিকের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই কদর্য বক্তব্য। তবে, বরাবরই একজন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এভাবেই রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এদিনও প্রেস রিলিজের মাধ্যমে কার্যতঃ উপাচার্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বভারতীতে দেওয়াল তোলার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ওনার নিরাপত্তার জন্য বোলপুর শহরকে ঘিরে ফেলা হল। ওনার বাসস্থান, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে কি দেওয়াল নেই।

নদীয়ায় রান্নার সময় বোমা ফেটে গুরুতর জখম হলেন গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার ধুবুলিয়া বেলপুকুর গ্রামে বোমা ফেটে জখম গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। আহত মহিলার নাম অর্পণা ঘোষ ওরফে সুতপা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বাড়িতে তখন সবাই টিভি দেখছিল। ওই মহিলা রান্না ঘরে রান্না করছিলেন। সেই অবস্থায় কে বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন। বোমায় গুরুতর জখম হন ওই মহিলা। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ধুবুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখানে থেকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জখম গৃহবধূর স্বামীর কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ৯টা নাগাদ রান্নার খাবার তৈরি করার জন্য রান্নাঘরে ঢোকেন অর্পণা। ঘরের জানালায় চট টাঙানো ছিল। আর রান্নাঘরে ঢুকে সেই চট সরাতেই বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্বামী। দেখেন রান্নাঘরে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। তড়িঘড়ি প্রথমে ধুবুলিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত মহিলাকে। তারপর সেখান থেকে কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানও হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-Tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-22/2022-23(2 nd Call) dt. 01.02.2023** for 03 nos scheme **(Tender ID: 2023_DM_463429_1 to ID: 2023_DM_463429_3)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **07.02.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জেএইচএস-ইঞ্জি-ই-২০২৩-১৬ — তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কাজ), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''**ওপেন টেন্ডার**'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

কাজের বিবরণ	ই- টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য	সম্পাদনের তারিখ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে
মাহোবা ও চিত্রকূট ধাম কারওই ঃ ৬ ইউনিট টাইপ-৪ কোয়ার্টার নির্মান এসএসই / ডব্লুকেএস এবং এসএসই/ পি-ওয়ে এবং অন্য স্টাফদের জন্য।	জেএইচএস-ইঞ্জি-ই-২০২৩-১৬	২১৯৩৯ ২৩৫.০৭	২৫৯৭০০ /-	০৬ মাস

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **২৪.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত। (২) সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** ।

170/23 (P)

মালদায় মিড ডে মিল পরিদর্শন

তনুজ জৈন, মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আবাস যোজনা ও ১০০দিনের কাজের পরে এবার মিড ডে মিলের 'অনুসন্ধানে' রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। মালদায় মিড ডে মিলের হালহকিকত খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার পৌঁছাল পাঁচজনের প্রতিনিধি দল। এদিন দুপুরে মালদার চাঁচল-২ নং ব্লকের রোহিণীকান্ত গার্লস হাইস্কুলে যান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। পুষ্টি থেকে মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান-সহ যাবতীয় বেশ কয়েকটি দিক খতিয়ে খতিয়ে দেখেন তারা। ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর বিজয় ভাস্কর ও রাজ্যের মিড ডে মিল প্রকল্পের আধিকারিক টি.কে. অধিকারী সহ জেলার আধিকারিকরা। সম্প্রতি কিছুদিন আগেই চাঁচল-২নং ব্লকের সাহুরগাছি বিদ্যানন্দপুর প্রাইমারি স্কুলে মিড ডে মিলের চালের ড্রাম থেকে মরা ইঁদুর ও টিকটিকি উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, এসআই ও সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় স্কুল শিক্ষা দপ্তর। আর তারমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ মিড ডে মিলের খাবার স্বাভাবিক রয়েছে কিনা, তা তদারকি করতে রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি সদস্যরা। বৃহস্পতিবার মালদার গাজল সহ চাঁচল ব্লকের বেশ কয়েকটি স্কুলে যান তারা। মালতীপুর রোহিনীকান্ত গার্লস স্কুলে গিয়ে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিড ডে মিলের যাবতীয় সামগ্রী, রান্না ঘর, স্টোর রুম সহ পড়ুয়াদের অভাব-অভিযোগ শুনেন। পাশাপাশি স্টোর রুমে গিয়ে চালের ড্রাম খুলে তার মান খতিয়ে দেখেন এক আধিকারিক। সেই সময় চাল খেয়েও দেখেন। সবকিছু তদারকি করতে রাধুনিরদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তারা। পাশাপাশি ছাত্রীদের দৈহিক মাপযোগ ও ওজন মেপে দেখেন তারা। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪২ জন ছাত্রীর জন্য রুটিন অনুযায়ী মিড ডে মিলের মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, সবজি, চাটনি ও একটি করে কমলা লেবু। স্কুলের ছাত্রী রিয়াজা খাতুন ও ইসমেতারা খাতুন জানিয়েছেন, তৃপ্তির সঙ্গে রোজ খাবার খাই। আজ মাংস খেলাম। মালতীপুর রোহিনীকান্ত গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শতাব্দী হালদার জানিয়েছেন, স্কুলের পরিবেশ সব ঠিক রয়েছে। মিড ডে মিলের খাবারের সরঞ্জাম যত্ন সহকারে স্টোর রুমে রাখা হয়। চালের ড্রামগুলি সযত্নে রয়েছে। খাবারে কোনদিনও ত্রুটি থাকে না। এক রাঁধুনি খতেজা বেওয়া অভিযোগ করে বলেন, মিড ডে মিলের রান্না করতে গিয়ে অনেক নিয়ম পালন করতে হয়। সরকার এনিয়ে অনেক তৎপর। সারাদিন স্কুলে রান্না করেও সঠিক পারিশ্রমিক পাচ্ছি না। ১০ জন রাঁধুনি মিলে মাসে ৩ হাজার টাকা বেতন পাই। সেই দিয়ে সংসার চলে। সরকার আমাদের জন্যও ভাবুক। তবে এদিন মিড ডে মিলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি।

বাস ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষে আহত ১৫

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির বালাপাড়ায় ফের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। কোচবিহারগামী বাসের সঙ্গে ছোট গাড়ির সংঘর্ষে কমবেশি আহত হয়েছেন ১৫ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে গুরুতর জখম হয়েছেন ছোট গাড়ির দুই যাত্রী। বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির বালাপাড়া মোড় এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। যদিও দুর্ঘটনায় বরাত জোরে রক্ষা পেয়েছেন ছোটো গাড়ির চালক সহ দু'জন। তবে তাদের দু'জনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছোট গাড়িটি উল্টে গিয়ে অন্তত চার পাল্টি খেয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি শিলিগুড়ির দিক থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় সামনের দিকে থাকা ছোট গাড়িটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চালক সহ আহতদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এজিসি-ইএলজি-টি-২৮-২০২২-২৩ — তারিখ ঃ ৩১.০১.২০২৩

ই-টেন্ডারিং নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সাধারণ) উত্তর মধ্য রেলওয়ে, আগ্রা আহ্বান করছেন ''**ওপেন টেন্ডার**'' অনলাইন মাধ্যমে **(ই-টেন্ডারিং)** উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	এজিসি-ইএলজি-টি-২৮-২০২২-২৩
১	**কাজের নাম সঙ্গে স্থান ও সম্পাদন করার মেয়াদ**	আগ্রা ক্যান্ট. ঃ ৩৩ / ১১ কেভি সাবস্টেশন ঢেলে সাজানোর কাজ আগ্রা ক্যান্ট.-তে। সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৮ মাস।
২	আনুমানিক মূল্য কাজের	₹ ৫৫৭২৮৯৭.৩৩

বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** । টেন্ডার কেবলমাত্র জমা করা যাবে **www.ireps.gov.in** ওয়েব পোর্টাল মাধ্যমে **২৭.০২.২০২৩ বেলা ১৬.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত।

171/23(K)

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist.-Hooghly, West Bengal, India
Tel.: 2680-2899/2319, Tele Fax: 2680-6091

SHORT TENDER NOTICE

E-Tender are invited from the bonafied Authorized Dealer for the 1) Supply of 20 Nos. Covered Tipping Refuse/Garbage Trailer REFUSE VAT as per specification . Last date of submission of E-tender is **28.02.2023 . Tender ID No.- 2023_MAD_464768_1. NIT no.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT4/2e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgir, P.O.Lakshmanpur, Dist.Howrah, Pin-711114
Memo No. PBG 747/NIT/PBG/MAK-II/22-23 to 751/NIT/PBG/MAK-II/22-23 and 15th 754/NIT/15th FC/MAK-II/22-23
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for Total 6(Six) Nos. of similar works. Source of Fund: 15th FC and PBG. Documents download/sell starting from **02.02.2023 10.30 am to 09.02.2023 10.30 a.m.** Last date of submission of Bid within **09.02.23 within 10.30 am.** Date of Opening of Bid (technical) **11.02.23 at 10.30 am.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchyat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice
Ref. 1. DHLYN/DRAIN_GRNT/11/2022-2023. 2. DHLYN/DRAIN_GRNT/12/2022-2023. 3. DHLY/OHR_GRNT/13/2022-2023. 4. DHLYN/Plumbing and Electric_GRANT/14/2022-2023

Last date of bid Submission and bid opening date has been changed as follows: Last date of Bid submission: 10.02.2023 at 18.00 Hrs instead of 04.02.2023 up to 18.00 PM. Last date of Bid opening: 13.02.2023 at 10.00 Hrs instead of 07.02.2023 up to 10.00 PM. For further details please visit **WBTenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**.

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi, P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
03213-258361, Email ID : dasghara1gp@gmail.com
Notice Inviting Tender No : WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-02/2022-2023
Tender Id- 2023_ZPHD_464393_1.

Memo No. 909/Dasghara-I/2020-21 — **Date: 02/02/2023**

Notice inviting E-tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for execution of the following work Construction of Community toilet in Kananadi Super Market Complex with running water supply at Dasghara-I G.P under Dhaniakhali Block. FUND: 15 th FC (Tied). TIME OF COMPLETION OF WORK.(DAYS): 45 Days. Documents download start date & time(Online) **02/02/2023 at 3:30 PM.** Bid proposal submission start date & time **from 02/02/2023 at 3:30 PM up to 09/02/2023 at 03:30 PM.** Bid opening Date & time for Technical Proposal **13/02/2023 at 3:30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dasghara 1 Gram Panchayat

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi, P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
03213-258361, Email ID : dasghara1gp@gmail.com
Quotation Ref No. - WB/HG/DNK/DAS-1/NIQ-01/22-23
Quotation Id- 2023_ZPHD_464474_1

Memo No. 910/Dasghara-I/2020-21 — **Date:02/02/2023**

Separate Quotations are being invited by the Prodhan, Dasghara-I Gram Panchayat, Dasghara-I G.P, Nelorpar, kananadi, Hooghly through electronic Quotation (e-Quotation) for the works Name of the work : Purchase and Repairing of Electronics and Computer accessories. Fund: 15 th FC (Un-Tied). Documents download start date & time **02/02/2023 at 3:30 PM.** Bid proposal submission start date & time (online) **02/02/2023 at 3:30 PM up to 09/02/2023 at 03:30 PM.** Bid opening Date & time for Technical Proposal(online) **13/02/2023 at 3:30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Dasghara 1 Gram Panchayat

দলের প্রতি অভিমানী মৃদুল গোস্বামী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পুরাতন তৃণমূল ও নতুন তৃণমূলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। এতদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ব্লকের পুরাতন তৃণমূল কর্মীরা মুখ খুললে ও এবার জেলা তৃণমূল সভাপতি বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী। এদিন মৃদুল গোস্বামী জানান, কিছুদিন ধরে দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। এমনকি দলের সভায় তাকে ডাকা হচ্ছে না। তাকে না জানিয়ে দলের জেলা কমিটি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। মৃদুল গোস্বামী জানান, সম্প্রতি চা বাগানের পিএফ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের ঘর ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং গত ২৫ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়াতে এই নিয়ে সভা আয়োজিত হয়। সেই সভায় তাকে ডাকা হয়নি। এমনকি সম্প্রতি দলের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত তাকে অন্ধকারে রেখে নেওয়া হয়েছে। মৃদুল গোস্বামী জানান জেলা সভাপতি হয়ত মনে করছেন জেলা চেয়ারম্যানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই দলে। মৃদুল গোস্বামী জানান, সম্পূর্ণ বিষয় দলের রাজ্য সভাপতিকে জানিয়েছি। এদিন সকালে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামীর বাড়ির সামনে বহু তৃণমূল কর্মী ভিড় জমিয়ে ছিলেন। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক জানান আমাদের জেলায় কোনো সমস্যা নেই, কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস পালন বাঁকুড়ায়

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব জলাভূমি দিবস পালন করল বাঁকুড়া দক্ষিণ বনবিভাগ। জলাভূমি দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ মুকুটমণিপুর প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা যায়, এদিন মুকুটমণিপুর একলব্য হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জলাভূমি নিয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি সচেতনতা শিবিরের শেষ পর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রীণ প্ল্যাটুর সহযোগিতায় পক্ষী গণনার কাজ হয়। এদিন জলের অপচয় বন্ধ করা নিয়ে সকলকে সচেতন করা হয়। মুকুটমণিপুরে বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী পাখি আসে, সেগুলি গণনা করা হল। গতবারের তুলনায় এবারের পাখির আনুপাতিক সংখ্যা একই রয়েছে বলে জানায় বন দফতর। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল ড. এস কুনাল ডাইভেল, ডিএফও বাঁকুড়া সাউথ ই বিজয় কুমার, এডিএফও মধুর মিলন ঘোষ, ডিএম কর্পোরেশন দিব্যেজোতি বেরা, খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত কুমার মহাপাত্র সহ বন দফতরের আধিকারিকরা।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-Tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-21/2022-23(2 nd Call) dt. 31.01.2023** for 08 nos. scheme **(Tender ID: 2023_DM_461678_1 to ID: 2023_DM_461678_8)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **06.02.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the RAKHERA-BISHPURIA GRAM PANCHAYET
Vill.+P.O.-Bishpuria PS-Hura, Dist-Purulia
Notice of Inviting e-Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat office Published the following NIT on **01.02.2023 NIT No - 05/RBGP, 06/RBGP, 07/RBGP & 08/RBGP.** More details visit- **https://etender.wb.nic.in.**

Sd/- Pradhan
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Running water facility for community toilet at Khalatpur Lebutola near bus stand, (ii) Running water facility for community toilet at Sonatola community hall, (iii) Community toilet near Pancharul Hospital Gate. **E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-29/EO/22-23.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Offline-tender work is hereby invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD,Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake Kolkata-700091. Name of Work:- "IT infrastructural work in connection with the inauguration of Bishnupur residential quarters for the judicial officers by the Hon'ble Chief Justice of Calcutta High Court on 04.02.23 at Bankura". **Tender Ref No: WBPWD/EE/BIT/NIT-53 OF 2022-2023.** Bid Submission Closing Date: **03-02-2023 up to 01:00 P.M.**

Sd/- EE, Bidhannagar IT Division, PWD

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

(ধারা ৮(১))

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট, পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ১৪৪, টেলিফোন ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬ E-mail : cs8319@pnb.co.in

যেহেতু ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **অনুমোদিত আধিকারিক / পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।

যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে। গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) অধিগ্রহণের তারিখ গ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ অনুসারে
১.	**ক) সরিষা শাখা** **খ) শ্রী দুখকুমার ঢালি** **অ্যাকা. নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিল) এবং ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৪৮ (টিএল)** **গ) শ্রী দুখকুমার ঢালি** পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগাছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩৩৬৮।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী বাস্তু জমি এবং বাড়ি যার আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩, অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা-কামারপোল, জেএল নং. ৭৩ অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, এলাকা-কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি, **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুখকুমার ঢালির নামে,** ভায়া নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি ঃ** উত্তর-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম-খালি জমি অধীন দাগ নং. ৪৫৯৭, পূর্ব-খালি জমি অধীন দাগ নং. ৪৫৯৬।	**ক) ২০.১০.২০২২** **খ) ৩১.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২** (এগারো লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা বারো পয়সা মাত্র)
২.	**ক) শ্রীচন্দহাট শাখা** **খ) মে. হোসনেয়ারা বিল্ডার্স** **মালিক ঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ** **গ) আব্বাসউদ্দিন শেখ,** পিতা- শেখ ইমতিয়ারউদ্দিন ওরফে এন্তাজ আলি শেখ, ঘোলা মিলন মোড়া, গ্রাম-শরিফপুর (কাজিপাড়া স্কুলের নিকট), থানা-উস্থি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫, শ্রীচন্দহাট, পশ্চিমবঙ্গ।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং নির্মিত বানিজ্যিক বাড়ি (৩তলা) যার দাগ নং. ১৩৯২, জেএল নং. ৯৫, তৌজি নং. ৩২২, পরগণা-মুড়াগাছা, গ্রাম-শরিফপুর, মৌজা-উস্থি, এলাকার পরিমাপ ৩৭৫ ব.ফু. এবং **সম্পত্তি রয়েছে আব্বাসউদ্দিন শেখের নামে,** পিতা এন্তাজ আলি শেখ, ভায়া নথিবদ্ধ দলিল নং. ৭৯ / ২০০২ **চৌহদ্দি ঃ** ঘোলা থেকে কারবালা রোড, দক্ষিণ-অন্যদের সম্পত্তি, পূর্ব-হানিফ হালদারের দোকান, পশ্চিম-আলি হোসেন শেখের সম্পত্তি।	**ক) ১৭.০৫.২০২২** **খ) ৩১.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ১১,৫১,৯১২.০০** (এগারো লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত বারো টাকা মাত্র)
৩.	**ক) সাহরারহাট শাখা** **খ) মে. বিশ্বকর্মা অটোমোবাইল** **মালিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** **গ) শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল,** সামন্ত পাড়া, গ্রাম ও পোস্ট-ভাদুরা পোল, পোস্ট-ভাদুরা, থানা-রামনগর (ভাদুরা হরিদাস), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সাহরারহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং নির্মিত বাড়ি যার দাগ নং. ২৪৩, খতিয়ান নং. আরএস (২) (এলআর ২০১৪, ২০১৫) তৌজি নং. ৩৯১, জেএল নং. ১২, মৌজা-ভাদুরা যার মোট এলাকা-০৩ ডেসিমেল, থানা-রামনগর অধীন ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে গৌর চন্দ্র মন্ডল এবং নিতাই চন্দ্র মন্ডলের নামে,** উভয়ের পিতা-বিশ্বনাথ মন্ডল, ভায়া নথিবদ্ধ বিক্রয় কোবলা নং. ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সাল ১৯৯৭।	**ক) ১১.০৫.২০২২** **খ) ৩১.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ১৩,৩৮,৯২৬.৫২** (তেরো লক্ষ আটত্রিশ হাজার নয়শত ছাব্বিশ টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র)
৪.	**ক) ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন শাখা** **খ) মে. স্নেহময়ী মেডিকেল স্টোর্স** **মালিক ঃ শ্রী মানস কাঞ্জি** **গ) শ্রী মানস কাঞ্জি,** পিতা-শিব সাধন কাঞ্জি, গ্রাম-রামনগর (হোটেল সি বার্ড / হোটেল রাজহংস নিকট) ফলতা সুপার মার্কেট নিকট, সেক্টর-৪ অধীন কলাতলা হাট গ্রাম, পোস্ট-কলাতলা, থানা-রামনগর, (ডায়মন্ড হারবার), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০৪।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি (খালি) যার মোট এলাকা হল ৩ ডেসিমেল, দাগ নং. ৯০৫, খতিয়ান নং. ২৭২, জেএল নং. ১৮, গ্রাম-রামনগর (হোটেল সি বার্ড / হোটেল রাজহংস নিকট) ফলতা সুপার মার্কেট নিকট, সেক্টর-৪ অধীন কলাতলা হাট গ্রাম, পোস্ট-কলাতলা, থানা-রামনগর, (ডায়মন্ড হারবার) এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি ঃ** উত্তর-জয়দেব মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ-হারান চন্দ্র নস্করের সম্পত্তি, পূর্ব- ৮ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-ললিত কাঞ্জির সম্পত্তি।	**ক) ১৭.০৫.২০২২** **খ) ৩১.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ১৫,৮৩,৪১০.১০** (পনেরো লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত দশ টাকা দশ পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

কৌশিক লাহিড়ী, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ফোর ম্যাঙ্গো লেন, সুন্দরী মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN: L24232WB1987PLC 042956 টেলি নং.০৩৩ ২২৩১৩৩৩৭, ফ্যাক্স নং. ০৩৩ ২২৩১৪৭৬৮, ওয়েবসাইট ঃ www.killburnengg.com

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২২	তিনমাস সমাপ্তে (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৯.২২	তিনমাস সমাপ্তে (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২১	নয় মাস সমাপ্তে (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২২	নয়মাস সমাপ্তে (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২১	বর্ষ সমাপ্তে (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২২
১	মোট আয়	৫,৭৮৯	৫,৬২১	২,৩৮৩	১৬,৪৯৭	৬,৬৩১	১২,৪৪০
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	১,০৫৮	১,০৪২	(৭৬)	২,৫৪০	(৩১৩)	৩০৩
৩	লাভ / (ক্ষতি) করের পর	৭৫০	৭৪২	(৭৯)	১,৭৮০	(৩২৩)	১৫৫
৪	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পর)	৮৬৬	৭১১	(৩৫৬)	১,৮৩৮	(২৬৪)	৩০১
৫	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৩,৫৮১	৩,৪৩১	২,৮২১	৩,৫৮১	২,৮২১	৩,৪৩১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মূল ও মিশ্র ইপিএস (টাকায়)	২.১৭	২.১৬	(০.২৮)	৫.১৬	(১.১৪)	০.৫৪

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ত্রৈমাসিক ও নয়মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫ অধীন। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.killburnengg.com।
২. ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে আইএনডি এএস অনুসারে, অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা জারি করা হয়েছে এবং অন্যান্য সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়ামবলী যা ভারতে গ্রহণযোগ্য। ফলাফল নিরীক্ষণ করা হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদন করা হয়েছে কোম্পানির পরিচালন বর্গ ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। সাময়িক পর্যালোচনা প্রয়োজন অনুসারে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ পর্যালোচিত হয়েছে কোম্পানির বিধিসম্মত পরীক্ষকদের দ্বারা।

তারিখ ঃ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রনজিৎ লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN 07266678

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, এ ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।
শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

দাবী বিজ্ঞপ্তি অধীন ধারা ১৩(২) সারফেশি আইন, ২০০২

যেহেতু, নিম্নে উল্লেখিত গ্রাহক, সহ-গ্রাহক, জামিনদার এবং বন্ধকদাতাগন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক থেকে, তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে। আপনাদের তরফ থেকে খেলাপি হওয়ার কারনে, আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট প্রদর্শিত হয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে, যেহেতু উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক হচ্ছেন সুরক্ষিথ ঋণ প্রদানকারী অধীন আইন, এবং সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ১৩(২) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২, জারি করে দাবী বিজ্ঞপ্তি জানানো যায় গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের যা উল্লেখিত রয়েছে সারণী ২তে পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত বকেয়া রাশি সঙ্গে পরবর্তী সুদসমূহ বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, যদি বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করা যায় তাহাদের বিবিধ কারণে।

ক্র. নং.	গ্রাহক / সহ-গ্রাহক জামিনদার / বন্ধকদাতাদের নাম ও ঠিকানা	ঋণ খাতা নং. / ঋণের পরিমান / শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ যার ওপর প্রয়োগ হবে	এনপিএ তারিখ ও দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ	বকেয়া রাশি টাকায় / তারিখে
১.	**১. শ্রী সিদ্দিকুল্লা লস্কর,** পিতা আবদুল্লা লস্কর **ও ২. শ্রীমতি ফাতেমা লস্কর,** স্বামী শ্রী সিদ্দিকুল্লা লস্কর, উভয় নিবাস-২৮১ / ১এ হরিদাস দত্ত রোড, ঘটকপুকুর, জয়নগর, মাজিলপুর, ল্যান্ডমার্ক-জুম্মা মসজিদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৩৭। **১. শ্রী সিদ্দিকুল্লা লস্কর,** ২য় ঠিকানা ঃ তৌফিক বস্ত্রালয়, তালতলা-১৪, গ্রাম-তালতলা, পোস্ট-দেওয়ানচক, থানা-জয়নগর (বকুলতলা), ল্যান্ডমার্ক-নতুনহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৩৭।	৩৩৩১২১০১ ৭০০০০০২২ টাকা. ৯,৮৫,০০০ /- রাজপুর	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ৩.৩০৭ শতক, অবস্থিত রয়েছে মৌজা-মাজিলপুর, আরস ও এলআর দাগ নং. ৩২৩৯, আরএস খতিয়ান নং. ৩৮৪৬, এলআর খতিয়ান নং. ৩৯৯, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উল্লেখিত জেএল নং. ১৯, তৌজি নং. ৩৮৩, থানা-জয়নগর, হোল্ডিং নং. ২৮১ / ১ / এ, হরিদাস দত্ত রোড, অধীন ওয়ার্ড নং. ৪, জয়নগর-মাজিলপুর পৌরসভা অন্তর্গত। পরিসীমা ঃ উত্তরে-৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে-৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্ব-জাহাঙ্গির শেখ ও অন্যদের সম্পত্তি অধীন প্লট নং. ৫, পশ্চিম ঃ প্লট নং. ৩ সম্পত্তি মালিক ফাতেমা লস্কর (নং.২ আপনিও) ভায়া নথিবদ্ধ বিক্রয় কোবলা নং. ১-৫৬৩৫, তারিখ ২৩.১২.২০১৪, নথিবদ্ধ রয়েছে এডিএসআর জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সাল ২০১৪। বন্ধকী চুক্তির বিবরণ ঃ সম্মতিক্রমে বন্ধকী হিসাবে রাখা হয়েছে মালিকানা সংক্রান্ত দলিল, যার সম্পাদনের তারিখ ঃ২৬-১১-২০১৯।	০৮.০৮.২০২২ ও ২৫.১১.২০২২	**টাকা. ১১,৪৩,৭৭৫.৯৬** ২৪.১১.২০২২ তারিখে

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উল্লেখিত রয়েছে সারণী ২ তে, আপনাদিগকে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে মোট হিসাব অনুসারে যা দেখানো হয়েছে সারণী ৬ তে, উল্লেখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাগন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া রাশি যদি দেখা যায় জমা হয়েছে হিসাবে উল্লেখিত ঋণ খাতাগুলির ভিত্তিতে কলাম ৬ তে উল্লেখ তারিখে সেক্ষেত্রে পরিস্কার হওয়া যাবে যে চুক্তি অনুসারে মোট মূল্যমান সঙ্গে পরবর্তী সুদসমূহ এবং অন্যান্য বকেয়া রাশি যা প্রদত্ত হবে পরিশোধের তারিখে, যদি প্রদান না করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন নিরাপত্তা আগ্রহ প্রয়োগ ধারা অনুসারে উল্লেখিত সম্পত্তিগুলির ওপর যার বিবরণ দেওয়া রয়েছে সারণী ৪তে।

দয়াকরে লক্ষ্য রাখবেন এই প্রকাশনা আইন পূর্ববর্তী বিষয় ব্যতিরেকে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা অনুসারে যা প্রাপ্ত রয়েছে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের কাছে গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের জন্য আইন মোতাবেক আর্থিক বিষয়ের জন্য। আপনাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে অধীন ধারা ১৩(৮) আইন মোতাবেক উপযুক্ত সময় পাবেন বন্ধক সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে উপযুক্ত সময় পাবেন, আপনাদের আরও অনুরোধ করা যায় যে দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে উল্লেখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা মোতাবেক, আপনারো পারবেন না / বিরত থাকবেন কোনরূপ লেনদেন করতে বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোন মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পত্তি সুরক্ষিথ ঋণদাতার পূর্ব অনুমতি ছাড়া। যদি এই ধরণের কোন চেষ্টা করা হয় তাহলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অধীন ধারা ২৯ আইন মোতাবেক।

তারিখ ঃ ০২.০২.২০২৩, স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক , উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

টলি-বলির টুকরো খবর

ছোট পর্দায় অভিনয় আমায় আত্মবিশ্বাসী করেছে ঃ বিক্রম চট্টোপাধ্যায়

ইদানীংকালে তাঁর ঝুলিতে একের পর এক কাজ। একটি ছবির শুটিং শেষ, হয়তো অন্য সিরিজ মুক্তির অপেক্ষায়। ৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের নতুন সিরিজ 'রক্তকরবী'। ঝুলিতে আছে 'শহরের উষ্ণতম দিনে', 'শেষ পাতা' এ ছাড়াও শীঘ্রই শুরু হবে 'পারিয়া'র শুটিং। তা হলে কি আন্দাজ করা যায় বিক্রমের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে? সিরিজের প্রচারের ফাঁকে আচমকাই এই প্রশ্ন শুনে কিছুটা অবশ্য চুপ অভিনেতা। তিনি বললেন, বৃহস্পতি তুঙ্গে কি না, বলা বেশ কঠিন। ভগবানের দয়ায় বেশ অনেক কাজ আছে। দর্শকের আমার কাজ ভাল লাগলে আশা করি আরও বেশি কাজ করব ভবিষ্যতে। আবির চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় থেকে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়- সিরিয়ালে অভিনয়ের মাধ্যমেই অভিনয় জীবনে হাতেখড়ি। যদিও ধীরে ধীরে সকলেরই কাজের ব্যপ্তি বেড়েছে। সিরিয়ালের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁরা সকলেই এখন বড় পর্দার হিরো। বিক্রম অভিনীত 'সাত পাকে বাঁধা', 'ইচ্ছে নদী'-সহ একাধিক সিরিয়াল দর্শক মনে এক অন্য জায়গা করে নিয়েছিল। এই সিরিজ আর সিনেমার ব্যস্ততায় তা হলে সিরিয়ালকে কি বিক্রম ভুলেই গেলেন? তাঁর স্পষ্ট উত্তর, যেখান থেকে আমার শুরু সেটা কি করে ভুলি? যদিও এখন অনেক অভিনেতাদেরই বক্তব্য সিরিয়াল তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়। তাই তো প্রচুর অভিনেতাদের মতে সিরিজ, সিনেমার দিকে ঝুঁকলেও, পকেটের টান পড়লে সিরিয়াল তাঁদের কাছে একটা 'সেফ জোন'। বিক্রমও কি সহমত? পকেটে টান পড়লে তখন আবার ছোট পর্দার কাজে মন দিতে হবে? বিক্রম বলেন, এটা তো খুব গর্বের বিষয়। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একটা অংশ রয়েছে যেখানে ব্যবসায় এতটাই লাভ হয় যে শিল্পীরা তাঁদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক পান। অনেক সময় চরিত্র পছন্দ না হলে এখন আমি না বলে দিই, সেই আত্মবিশ্বাসও এসেছে আমার দীর্ঘদিন টেলিভিশনে কাজ করা অভিজ্ঞতা থেকে। বেশ অনেক দিন যদিও ছোট পর্দা থেকে দূরে বিক্রম। কিন্তু ছোট পর্দা এখনও তাঁর জীবনের অনেকটা জুড়ে। তাই বিক্রম বললেন, টেলিভিশনকে শুধু আমার টাকা উপার্জনের জায়গা বলে মনে করি না। আমার বিশ্বাস যদি ভাল কাজ করি সেটা সিরিয়াল হোক, সিনেমা কিংবা সিরিজ সব ক্ষেত্রেই দর্শক আমায় ভালবাসা দেবেন।

'প্রজাপতি'র সাফল্যের পর আবার বাংলা ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী

বহু বছর পর প্রজাপতির হাত ধরে বাংলা ছবিতে ফিরেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। ছবির মুক্তির প্রথমদিন থেকেই এই ছবি নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক, শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। তবে সেই সব বিতর্ক পিছনে ফেলে বক্স অফিসে ইতিহাস তৈরি করেছে 'প্রজাপতি'। ছবিতে বাবা ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিঠুন ও দেব। বাস্তবে তাঁদের একে অপরের সঙ্গে ভালো সম্পর্কের প্রতিফলনই দেখা গেছে পর্দায়। মিঠুন-দেবের রসায়ন, ছবিতে সব অভিনেতাদের অভিনয় মন ছুঁয়ে গিয়েছে দর্শকের। এবার ফের নয়া আরেক বাংলা ছবিতে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'সহজ পাঠের গপ্পো'র পরিচালক মানস মুকুল পালকে কথা দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। মানস মুকুলের আগামী ছবিতেই দেখা যাবে তাঁকে। এই ছবিতে এমন এক চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে, যা আগে কখনও করেননি তিনি, এমনটাই দাবি অভিনেতার। এক সাক্ষাৎকারে মিঠুন চক্রবর্তী জানান, 'প্রজাপতির সাফল্য আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। স্টারডামের এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে আমায় যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এখনও হাউজফুল যাচ্ছে, প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি আমি। এরপর মানস মুকুল পালকে কথা দিয়েছি ওর ছবি করব। আর দেব আর অতনু আমায় ছাড়বে না, ওদের সঙ্গেও কাজ করতে হবে। অবশ্য গল্প এখনও শোনায়নি। হিন্দি ছবিরও কয়েকটা কমিটমেন্ট রয়েছে।' পরিচালক মানস মুকুল পাল আগেই জানিয়েছিলেন দীনেশ গুপ্তর বায়োপিক তৈরি করছেন তিনি। সেই ছবিতেই এক বিপ্লবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন মিঠুন চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য লেখার জন্য অনেকটা সময় চেয়ে নিয়েছিলেন পরিচালক। ছবির বাজেটও অন্যান্য বাংলার ছবির তুলনায় বেশি, ফলে একাধিক প্রযোজক থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি শ্যুটিং শুরু করবেন পরিচালক মানস মুকুল পাল। তার আগে একটু সময় নিচ্ছেন যাতে সবকিছু সঠিকভাবে পর্দায় তুলে ধরতে পারেন। সম্প্রতি 'ডান্স বাংলা ডান্স' এ ফিরেছেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এই ডান্স রিয়্যালিটি শোয়ের পরিচালক মিঠুনের শেষ রিলিজ ছবি প্রজাপতির পরিচালক অভিজিৎ সেন। এই সিজনে বিচারকের আসনে থাকছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং মৌনী রায়। সঞ্চালনায় অঙ্কুশ হাজরা। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে খুনসুটি লেগেই রয়েছে তাঁর। নিজের গানে পারফর্ম করে নস্টালজিক হয়ে পড়েন মিঠুন চক্রবর্তী। পাশাপাশি শ্রীভল্লী গানেও শ্রাবন্তী, শুভশ্রী ও মৌনী রায়কে সঙ্গে নিয়ে অঙ্কুশকে টেক্কা দেন মিঠুন। প্রথম এপিসোড জমজমাট। নাচে গানে মাতিয়ে দিলেন মহাগুরু। তবে ছোটপর্দার পাশাপাশি তাঁকে বড়পর্দায় দেখতেও মুখিয়ে রয়েছে দর্শক।

আমিরের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন সলমন!

বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে শাহরুখের 'পাঠান'। ইতিমধ্যেই এই ছবির আয় ছাড়িয়ে গিয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। সমস্ত রেকর্ড ভেঙে পাঠান দৌড়চ্ছে দুর্বার গতিতে। আর ঠিক সময়ই বলিউডের হাওয়া উড়ে এল মস্ত বড় খবর। সূত্র বলছে, এবার নাকি একই ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন আমির খান ও সলমন খান! ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক। খবর অনুযায়ী, পরিচালক আর এস প্রসনা ইতিমধ্যেই সলমন ও আমিরের জন্য চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছেন। শোনা যাচ্ছে, এই ছবি প্রযোজনা করছেন আমির খান। গোটা ছবিতে অবশ্য সলমনই একা থাকবেন। অতিথি শিল্পী হিসেবে দেখা যাবে আমিরকে। আমিরের ইচ্ছেতেই নাকি সলমনকে কাস্ট করা হয়েছে। কারণ, আমির চান ছবির গল্পের সঙ্গে আমির বেশ মানানসই। পরের বছর মুক্তি পেতে পারে এই ছবি। শীঘ্রই শুরু হবে শুটিং। ১৯৯৪-এর অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় ছবি 'আন্দাজ আপনা আপনা'। রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত এই ছবিতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল আমির খান ও সলমন খানকে। এত বছর ফের পর্দায় আসতে প্রস্তুত এই জুটি। বলিউডে পা রাখার আগে থেকেই আমির ও সলমনের সখ্য। জুটি বেঁধে 'আন্দাজ আপনা আপনা'র মতো সুপারহিট ছবিও উপহার দিয়েছেন তাঁরা। তবে শোনা গিয়েছিল ২০১৬ সালে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। সলমন 'সুলতান' মুক্তি পাওয়ার বছরেই কুস্তি নিয়ে তৈরি 'আমিরে'র ছবি দঙ্গল মুক্তি পায়। তা নিয়েই নাকি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সলমন। যদিও বলিউডের ভাইজান জানিয়েছিলেন, এ খবর একেবারেই ভিত্তিহীন। আমিরের সঙ্গে তাঁর কোনও সংঘাত নেই। কিন্তু তারপর থেকে তাঁদের সেভাবে আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। তাই এমন দৃশ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

বক্স অফিসে অব্যাহত 'পাঠান' ঝড়

'পাঠান' ছবিকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। দুর্বার গতিতে বক্স অফিসে দৌড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই ৬৬৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে পাঠান। হিসেব বলছে, শীঘ্রই ৭০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে যাবে এই ছবি। প্রসঙ্গত, একগুচ্ছ রেকর্ড ঝুলিতে পুরেছে শাহরুখ খানের কামব্যাক ছবি। ছুটির দিনে মুক্তি না পেয়েও বক্স অফিসে পেয়েছে দারুণ ওপেনিং। দেশ- বিদেশ মিলিয়ে 'পাঠান'-এর প্রথম দিনের আয় ১০৬ কোটি টাকা। যার মধ্যে দেশে 'পাঠান' মোট ৫৭ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এর মধ্যে ৫৫ কোটি টাকা হিন্দি ভার্সানের মাধ্যমে আয় হয়েছে। আর ডাবিং ভার্সানের আয় ২ কোটি। দ্বিতীয় দিন 'পাঠান' অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র দিবস তথা সরস্বতী পুজোর দিন ১১৩.৬০ কোটি টাকা আয় হয়েছে শাহরুখের কামব্যাক ছবির। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনেও 'পাঠান'-এর সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। চার দিনে ভারতে ২৬৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে কিং খানের ছবি। বিদেশে এই চারদিনে 'পাঠান'-এর আয় ১৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ চার দিনে ৪২৯ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে শাহরুখের ছবি। পঞ্চম দিনে তা পাঁচশো কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 'পাঠান' যশরাজ ব্যানারে তৈরি প্রথম ছবি যা প্রথম দিনে সর্ব্বোচ্চ ব্যবসা করেছে। শাহরুখ খানের প্রথম ছবি, যা প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে সর্বোচ্চ অঙ্ক ছুঁয়েছে। দীপিকা পাড়ুকোন এবং জন আব্রাহামের প্রথম ছবি, যা মুক্তির দিন এবং তার পরের দিনে এত আয় করেছে। সাফল্যের এই ধারা আগামী সপ্তাহেও অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সমগ্র বাজারসাউ - আজিমগঞ্জ ডাবলিং প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সিআরএস (কমিশনার রেলওয়ে সেফটি, ইস্টার্ন সার্কেল) বাজারসাউ এবং চৌরিগাছার মধ্যে ৭.৩৫ কিমি দ্বিগুণ কাজের পরিদর্শন ১.২.২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বাজারসাউ এবং চৌরিগাছার মধ্যে নতুন স্থাপিত ডাবল লাইনের মাধ্যমে ট্রেন চালানোর বিষয়ে সিআরএস থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতি। বাজারসাউ এবং চৌরিগাছার মধ্যে দ্বিগুণ করার প্রসারের কাজ শেষ করার সাথে সাথে দ্রুত পরিবহন সক্ষম করে আরও গতিশীলতা এবং নমনীয়তা আনার জন্য পূর্ব- এর ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, বাজারসাউ এবং আজিমগঞ্জ জং এর মধ্যে সম্পূর্ণ ডাবল লাইন প্রকল্প। (৪২.১৫ কিমি) এখন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে যা কম যাত্রার সময় সহ সম্পূর্ণ BAK লুপে বিরামহীন ডাবল লাইন চলাচল সক্ষম করে। এটি যাত্রীদের আরও সুবিধার জন্য ভবিষ্যতে নতুন ট্রেনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সূচনাকে সহজতর করবে। এইভাবে, কাটোয়া - আজিমগঞ্জ অংশের দ্বিগুণ করা এখন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য একটি সুবিধাজনক বিকল্প রুট হয়ে উঠেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে দ্রুত সংযোগ স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য যে, এই বছর (২০২২-২৩) পূর্ব রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সিআরএস অনুমোদনের সাথে ছয়টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে তিনটি সুপার- ক্রিটিকাল প্রজেক্ট এবং একটি ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট রয়েছে যা পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন উইং সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

মেট্রো স্টাফ একজন অস্বচ্ছল যাত্রীকে সাহায্য করে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৩০.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৯.০০ ঘটিকায়, অন-ডিউটি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে প্রায় ৫২ বছর বয়সী একজন যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তারা তার সাহায্যে ছুটে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্টেশন স্টাফদের দেওয়া ফোন নম্বরে তার পরিবারের সদস্যদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাকে আরও চিকিৎসার জন্য সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ভর্তির পর তার স্ত্রী হাসপাতালে আসেন। তার স্ত্রী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্য করার জন্য।

ঝাড়খণ্ডে অভিযানের সময় আইইডি ফেটে ৩ সিআরপিএফ জওয়ান আহত, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

চাইবাসা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় আবার একবার সুরক্ষা বাহিনীকে নিশানা করল মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার চাইবাসায় অভিযানের সময় আইইডি ফেটে আহত হয়েছেন ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ান। ওই জওয়ানদের উদ্ধার করে রাঁচিতে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যেকের স্থিতিশীল রয়েছেন। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার জোকেপানি, নয়াটোলি, লাতেহার জঙ্গলে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সিআরপিএফ-এর ২০৯ কোবরা ব্যাটেলিয়ন ও ঝাড়খণ্ড পুলিশ। সেই অভিযানের সময় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে ৩ জন জওয়ান আহত হয়েছেন। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি ৫.৫৬ ইনসাস এলএমজি, দু'টি ৭.৬২ এসএলআর রাইফেল, একটি ৫.৫৬ ইনসাস রাইফেল, ১৩টি ম্যাগাজিন ও ৪৭০টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ধানবাদের অগ্নিকাণ্ডের বিশদ রিপোর্ট চাইল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট, ফায়ার সেফটি অডিট করার নির্দেশ

রাঁচি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে আগুনে ১৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিশদ রিপোর্ট চাইল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ফায়ার সেফটি অডিট করার নির্দেশ দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানি হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে 'আশীর্বাদ টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট' নামে একটি বহুতলে আগুন লাগে, সেই অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয় তিনটি শিশু-সহ অন্তত ১৪ জনের। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। এই বিষয়ে শুনানি হয় বৃহস্পতিবার। এদিন শুনানির সময় ধানবাদে আগুনে ১৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিশদ রিপোর্ট চাইল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ফায়ার সেফটি অডিট করার নির্দেশ দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। ফের শুনানি হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি।

স্বস্তিতে বাইডেন, দীর্ঘ তল্লাশির পরও মিলল না গোপন নথি

ওয়াশিংটন, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বস্তি পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জানা যাচ্ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাড়ি থেকে সরকারি গোপন নথি উদ্ধার নিয়ে পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন বাড়িতে দীর্ঘ তল্লাশি চালানো হলেও মেলেনি কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ নথি। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল সরকারি গোপন নথি। আর তারপরই একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। এমনকি তাঁর একাধিক বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি। তবে স্বস্তি পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানা যাচ্ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডেলাওয়ার - এর বাড়িতে তল্লাশি চালায় এফবিআইএর সদস্যরা। এর আগেও এই বাড়িতে এবং ওয়াশিংটনের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছিল বেশ কিছু নথি। এই বিষয় নিয়ে বাইডেনের আইনজীবী জানান, 'বুধবার সকাল আটটা থেকে দুপুর অবধি চলেছে তল্লাশি। তদন্তকারী আধিকারিকদের আমি সাহায্য করেছি'।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প

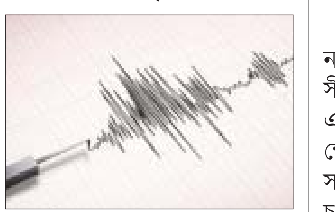

ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার সকালে বেলুচিস্তানের লাসবেলায় ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর নেই। পাকিস্তান আবহাওয়া অধিদফতরের মতে, ভূমিকম্পের গভীরতা মাপা হয়েছে ৪১ কিলোমিটার এবং কেন্দ্রস্থল ছিল বেলা থেকে ৫৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। এর দ্রাঘিমাংশ ছিল ৬৬.৬৭ পূর্ব এবং অক্ষাংশ ছিল ২৬.৬৭ উত্তর। আজ সকাল ৮ টা ৪৪ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প আঘাত হানার ঘটনাটি ঘটেছিল। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর নেই।

মুম্বইয়ের পন্ধরপুরে প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ ১৩৭ জন

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে সোলাপুর জেলার পন্ধরপুরে মাঘী একাদশীর প্রসাদ খেয়ে ১৩৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের সবাইকে পন্ধরপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সবার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, বুধবার লক্ষাধিক ভক্ত সোলাপুর জেলার পন্ধরপুরে এসেছিলেন। মাঘী একাদশীর কারণে তারা সবাই বুধবার উপোস করেছিলেন। গভীর রাতে প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেও বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মধ্যে ১৩৭ জনের সমস্যা শুরু হয়। এই ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মহেশ কুমার মানে জানান, সকল রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। কোনও রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের আধিকারিক প্রশান্ত কুচেকার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রসাদের নমুনা নেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে জোট চাইছে আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত সীমান্তে চোখ রাঙাচ্ছে চিন। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে চাইছে আমেরিকা। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় বসেন দুই দেশের আধিকারিক। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একে অপরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে দুই দেশ। যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রেও একসঙ্গে কাজ করবে ভারত ও আমেরিকা। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া মোড় আনতে সিইটি বা ক্রিটিকাল অ্যান্ড টেকনোলজি নামে নয়া প্রকল্প শুরু করতে চলেছে দুই দেশ। দু'দিনের জন্য আলোচনায় বসেছিলেন ভারত ও আমেরিকার আধিকারিকরা। তারপরেই হোয়াইট হাউসের তরফে জানান হয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে একসঙ্গে প্রস্তুতি নেবে দুই দেশের সেনা। তাছাড়াও জেট ইঞ্জিন, সামরিক অস্ত্র বানানোর ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বজায় রাখবে দুই দেশ। হোয়াইট হাউসের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ভারতের মাটিতে দেশীয় সংস্থার সঙ্গে মিলে জেট ইঞ্জিন তৈরির জন্য আবেদন করেছে একটি মার্কিন সংস্থা। জানা গিয়েছে, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ক্যাথলিন হিকস বার্তা দিয়ে বলেছেন, নানা দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তার কারণ বেশ কয়েকটি দেশের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সময়ে সমমনস্ক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সাল থেকেই এই বিষয়ে জোর দিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তাইওয়ান প্রসঙ্গে একাধিকবার চিনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে আমেরিকা। অন্যদিকে ভারতের সীমান্ত এলাকায় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে চিন। নাম না করে চিনের বিরুদ্ধেই সজাগ থাকতে চাইছে ভারত ও আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতেই সিইটি শুরু করতে চলেছে দুই দেশ। সামরিক ক্ষেত্র ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নতিতে একসঙ্গে কাজ করবে দুই দেশ। আমেরিকার মুখপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, চিনের প্রতি সতর্কতা থেকেই কি এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে? উত্তর হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, কোনও নির্দিষ্ট দেশের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নয়। দুই বন্ধু দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিতেই এই পদক্ষেপ।

মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে সব ৬০ আসনের প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৬০ সদস্যের মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে সব আসনের চূড়ান্ত প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। আজ বৃহস্পতিবার ২ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিঙের স্বাক্ষর সংবলিত ৬০ আসনের প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দফতরে মেঘালয় প্রদেশ সভাপতি আর্নেস্ট মাওরিকে সঙ্গে নিয়ে আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের জাতীয় সম্পাদক তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কো-ইনচার্জ ঋতুরাজ সিনহা প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করে বলেছেন, মেঘালয়ের মানুষ তাঁদের রাজ্যে এনপিপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতি এবং ধীর গতিতে উন্নয়নের ধারায় বিরক্ত। তিনি বলেন, এবার মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। বিজেপি নির্বাচনী প্রচারের স্লোগান করেছে 'এম-পাওয়ার মেঘালয় '। ঋতুরাজ সিনহা বলেন, গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং মৌলিক সুবিধার অভাবের দরুন মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। সিনহা আরও বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। জনগণ বিশ্বাস করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীই কেবল দুর্নীতিমুক্ত এবং দ্রুত উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত করতে পারেন। সিনহা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্প বাস্তবানের জন্য পাঠানো হচ্ছে। অথচ মেঘালয়ে সে সব প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই মেঘালয়ের মানুষ এবার বিজেপিকে রাজ্যে সরকার গঠন করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন, দাবিদলের জাতীয় সম্পাদক তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কো-ইনচার্জ ঋতুরাজ সিনহার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৬০ আসন বিশিষ্ট মেঘালয়ে ভোট ২৭ ফেব্রুয়ারি। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে ২ মার্চ। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার অন্তিম তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি। ৮ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

চলন্ত গাড়িতে আগুনে দম্পতির মৃত্যু, প্রাণে বাঁচলেন ৪ জন

কেরল, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেরলের কান্নুরে চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হল দম্পতির। সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ওই গাড়িতে থাকা ৪ জন যাত্রী। গাড়ির পিছনে বসেছিলেন ওই ৪ জন, আগুন লাগা মাত্রই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কিন্তু, স্বামী- স্ত্রী বেরোতে পারেননি, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু স্বামী ও স্ত্রীর। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কান্নুরের জেলা সরকারি হাসপাতালের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৬ জন ছিলেন ওই গাড়িতে, ৪ জন পিছনে বসেছিলেন। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে স্বামী ও স্ত্রীর। ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সুরক্ষা বাড়ানোর লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কার্য গ্রহণ

মালিগাঁও, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন চলাচলে নিশ্চিত সুরক্ষা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির কাজ হাতে নিয়েছে। উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রেলের ট্রাক, স্লিপার এবং টার্নআউট নবীকরণ ট্র্যাকের ডীপ স্ক্রীনিং, ব্যালাস্ট সন্নিবেশ, ট্র্যাক এবং পয়েন্ট ও ক্রসিং টেম্পিং সহ বেশ কয়েকটি ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছে। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্র্যাকের কাঠামো উন্নত করতে এবং ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণের কাজগুলি সম্পাদন করছে। ৩৩৪.০৫ কিলোমিটার রেলপথ নবায়ন, ১২৬.৪৩ কিলোমিটার স্লিপার নবায়ন এবং ১৮৯.৭৫ সেটের টার্নআউট পুনর্নবীকরণ এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, যাত্রীদের ঝাঁকুনিমুক্ত এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে রেলপথে ৩৫ টি থিক ওয়েব সুইচ স্থাপনা করা হয়েছে। উন্নত মানের কাজগুলি অর্জনের লক্ষ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্র্যাক মেশিন ব্যবহার করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি সম্পাদন করছে। রেলওয়ে ট্র্যাক-এর আরও টেকসই এবং সমতল নিশ্চিত করার জন্য রেলপথের নীচে ব্যালাস্ট প্যাক করতে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে ৫৮২১.২০ কিলোমিটার রেলপথ এবং ২৬৭১ টি পয়েন্ট ও ক্রসিং টেম্প করা হয়েছে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাক-এ পরিছন্ন বালাস্ট কুশ্বন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২২৪.৬২ কি.মি. প্লেইন ট্র্যাক এবং ১৩৯টি টার্ণ আউটের ডীপ স্ক্রীনিং করা হয়েছে। রেলওয়ে ট্র্যাক-এর ডীপ স্ক্রীনিঙে বালাস্ট বেড-এর স্থিতিস্থাপকতা পুনরুদ্ধার করে থাকে এবং এর পরিণাম স্বরূপ ট্র্যাক-এর উপর চলাচলের গুণমান উন্নত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে মুঠ ৪.৭৮ লাখ সিইউএম বালাস্ট ট্র্যাক-এ বিছানো হয়েছে এবং ১৫৯ টি ব্রীজ ও পুর্নবাসিত করা হয়েছে। রেলের ট্র্যাকগুলি নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং নির্ধারিত ব্যবধানে পরিদর্শন করা ও হয়ে থাকে, যাতে প্রতিটি সেকশন ট্রেন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকে এবং যাত্রীরা আরও ভাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন।

মুম্বই বিমানবন্দরে উদ্ধার ৩৩ কোটির কোকেন, গ্রেপ্তার পাচারকারী

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিমানবন্দরে মাদক পাচারের ছক বানচাল। সাবানের মধ্যে লুকিয়ে প্রায় সাড়ে ৩ কেজি কোকেন ভারতে আনার ছক কষেছিল এক ভারতীয় নাগরিক। মুম্বই বিমানবন্দরে তল্লাশির সময় সেই ছক বানচাল হয়ে যায়। পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদক ও সোনা পাচারের নিত্যনতুন ছক কষছে পাচারকারীরা। কখনও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লুকিয়ে তো কখনও পেস্ট তৈরি করে মাদক ও সোনা পাচারের চেষ্টা চলছে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে এবার সাবানের মধ্যে মোমের স্তর তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্লাস্টিকে লুকিয়ে কোকেন পাচারের ছক ছিল। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, ইথিওপিয়ার রাজধানী থেকে আদ্দিস আবাবা থেকে মুম্বই আসে ওই পাচারকারী। তাঁর কাছে ৩ কেজি ৩৬ গ্রাম কোকেন ছিল। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ বিভাগের আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, গত মাসে আদ্দিস আবাবা থেকে ফেরা এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৬ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছিল। এবার ফের একবার সেই ইথিওপিয়া ফেরত ব্যক্তির কাছ থেকে মাদক উদ্ধার হল।

Name Change

I, JAKIR HOSSAIN MONDAL (Old Name) S/o SARAKAT MONDAL residing at Vill-Brittihuda Nawda Para, PO-Tilakpur, PS- Chapra, Nadia-741123 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) JAKIR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. JAKIR HOSSAIN MONDAL and JAKIR MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Roshan Ara (Old Name) W/o Mohammad Firoz Khan residing at Vill-Babu Talab Near Purana Kabarstan, Railpar, Asansol, 713302 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Roushan Khatoon (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Roshan Ara and Roushan Khatoon both are same and one identical person.

Name Change

I, ROSHAN ARA (Old Name) S/o MOHAMMAD SAGHIR AHMED residing at Purana Hat Burnpur, PO-Burnpur, PS-Hirapur, Dist- Paschim Bardhaman, Pin-713325 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ROSHAN ARAH (DOB-17.08.1962), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. ROSHAN ARA and ROSHAN ARAH both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJESH KUMAR PANDA (Old Name) S/o SURJYA PANDA residing at Tentulberia, PO-Garia, Rajpur Sonarpur, S 24 Pgs- 700084 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) RAJESH PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. RAJESH KUMAR PANDA and RAJESH PANDA both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJIB DE (Old Name) S/o DINABANDHU DEY residing at Vill-Khadalgobra, PO-Digha, PS-Digha Mohana Coastal, Pin- 721428, Dist-East Medinipur WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) RAJIB DEY (DOB-19.03.1986), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. RAJIB DE and RAJIB DEY both are same and one identical person.

Name Change

I, SURYADEB PANDA (Old Name) S/o BANOMALI PANDA residing at Tentulberia, PO- Garia, Rajpur Sonarpur, S 24 Pgs- 700084 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SURJA MANI PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. SURYADEB PANDA and SURJA MANI PANDA both are same and one identical person.

সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য নরেন্দ্রপুরে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত জগদীশপুরে একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে গিয়ে কঙ্কাল উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

এলাকায়। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয়দের দাবি কঙ্কালটি কোন এক মহিলার। ঘটনার খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। কঙ্কালটি তদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করার সময় এই হাড়গুলি উদ্ধার হয়। আগে এই বাড়িটা অন্য লোকের ছিল। তবে বর্তমানে এই বাড়িটি সঞ্জিত সরকার নামে এক ব্যক্তির। তিনি বছর পাঁচেক আগে বাড়িটি কিনে ছিলেন। প্রতি বর্ষায় সেপটিক ট্যাঙ্কের কারণে অসুবিধায় পড়তে হয় বলে গতকাল পরিস্কার করতে যান। সেই সময়ই এই কঙ্কাল উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ পুলিশকে জানালে, নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কোন মহিলাকে খুন করে এই সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে দেহ লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে কঙ্কালটি কার সে বিষয়ে জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নববারাকপুরে খাদ্য সরবরাহ দফতরের নিবিড় জনসচেতনতা প্রচারভিযান

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে ও বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংভাগ অধিকার, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে নব বারাকপুরে এলাকায় উপভোক্তাদের নিবিড় নাগরিক জনসচেতনতা প্রচারভিযান করা হল। টোটো মাইকিং এবং লিফলেট বিলি করে পাড়া মহল্লায় অলি গলিতে নিবিড় প্রচারভিযান করা হয়। রেশন কার্ডের বিভাগ অনুযায়ী সাধারণ উপভোক্তাদের প্রাপ্য খাদ্য সামগ্রী তালিকা সঠিক তার পরিমান নিয়ে অবগতির জন্য এই নিবিড় প্রচারভিযান। জানান খাদ্য দফতরের মুখ্য পরিদর্শক অজিত কুমার দাস। উপভোক্তারা জানেন না তাদের কোন কার্ডে কি পরিমাণ সামগ্রী পাবেন। কতটা পাবেন। অবগতির জন্য এই নিবিড় জনসচেতনতা প্রচারভিযান । জানান জানুয়ারি মাসের পর ফেব্রুয়ারি মাসে ও তিনদিন সকালে ৭-৩০ থেকে ১১-৩০ এবং বিকেলে ৩-৩০ থেকে ৬ টা পর্যন্ত নববারাকপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অঞ্চলে নিবিড় জনসচেতনতা প্রচারভিযান করা হল। বৃহস্পতিবার সকালে ও বিকেলে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিবিড় অভিযান চলে। উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শক অজিত কুমার দাস সহ রেশনিং কর্মীরা প্রমুখ।

বাগনান স্টেশন সংলগ্ন বাজারে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত ১৫-২০ টি দোকান

মতিয়ার রহমান, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল হাওড়ার বাগনান স্টেশন সংলগ্ন বাজারে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ১৫-২০ টি দোকান।

বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পান। তাঁরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখে দমকলে খবর দেওয়া হয়। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের মোট ৫ টি ইঞ্জিন। দমকলের ৫ টি ইঞ্জিনের প্রায় ঘণ্টা দু'য়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, আগুনে বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের প্রাথমিক ধারণা ইলেকট্রিকের শর্টশার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাস্থলে আসে বাগনান থানার পুলিশ, আগুন লাগার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিবাহিত হয়েও প্রেমের জালে এক কিশোরীকে ফাঁসিয়ে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগে ধৃত এক যুবক জয়নগরে। বৃহস্পতিবার পাঠানো হয় বারুইপুর মহকুমা আদালতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়ার কলেজ পড়ুয়া এক

কিশোরীর সাথে বকুলতলা থানার তুলসীঘাটার জগদীশ মন্ডল নামে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ফেসবুকের যোগাযোগের মাধ্যমে। আর তাঁরা গত দেড় বছর ধরে তাদের এই সম্পর্ক কে সামনে রেখে বহু জায়গা ঘোরে। গত সপ্তাহে আচমকাই ওই কিশোরীটি বাড়িতে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। এদিক ওদিকে যোগাযোগ করে ও কিছু না পেয়ে অবশেষে গত ৩০ জানুয়ারি জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঐ কিশোরীর পরিবার। আর তারপরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই তুহিন ঘোষ ও এস আই তন্ময় দাসের তপরতায় অভিযোগ দায়ের করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোরে বকুলতলা থানার তুলসিঘাটার জগদীশ মন্ডল নামে এক যুবকের বাড়ি থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ওই যুবকটি আগে থেকেই বিবাহিত। তার পরে ও একাধিক মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তাদের ব্যবহার করে। এই কিশোরীটিকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বকখালি, নামখানা, সাগর ও ডায়মন্ডহারবার এর একাধিক হোটেলে রাত কাটায়। আর বিবাহ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই কাজের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ নিজেদের হেফাজতে রেখে আর কিছু জানার চেষ্টা করছে।

আবার উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ । বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একত্র হয়ে বিক্ষোভ দেখায় । তাঁদের দাবি, দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতে হবে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দাবি, তিন বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। তাঁদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনায় জানিয়েছে, তারা নির্বাচনের পক্ষে। প্রকাশ্যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও দাবি করেছেন, তিনি নির্বাচন চান। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তো দীর্ঘদিন ধরে ভোটের দাবি রাখছেনই, তাহলে ঠিক কোন কারণে নির্বাচন হচ্ছে না, সেটাই জানতে চান তাঁরা। তারা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনও উত্তর না পেলে তীব্র হবে তাঁদের আন্দোলন। বড়সড় আন্দোলনের পথে তাঁরা হাঁটবেন কি না, সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার পরই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন পড়ুয়ারা। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদও অবিলম্বে ছাত্র সংসদ ভোটের পক্ষে দাবি জানিয়েছে।

কলকাতায় আবার নামল পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। মৃদু হাওয়া। তাপমাত্রার পারদ-পতন। এই তিনয়ের সৌজন্যে বৃহস্পতিবার সকালে আবার হালকা শীত অনুভূত হয়েছে কলকাতায়, হালকা শীত মালুম হয়েছে লাগোয়া জেলাগুলিতেও। বুধবারের বৃদ্ধির পর বৃহস্পতিবার ফের কমল কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ফলে বিগত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বেড়েছিল রাজ্যে। উত্তুরে হাওয়ার দাপটও ছিল না। তবে, ঝঞ্ঝা কেটে গেলে আবার তাপমাত্রার কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অনুমান। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটতে শুরু করবে ধীরে ধীরে। ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা ফিরতে পারে, বৃহস্পতিবারই কিছুটা নামল কলকাতার তাপমাত্রা।

৯৭ শতাংশের বেশি বাড়ি তৈরীর অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় লক্ষ্যমাত্রার ৯৭ শতাংশের বেশি বাড়ি তৈরীর অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন রাজ্যে মোট ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৮৮টি বাড়ি তৈরির জন্য ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অনুমোদন দেওয়ার কথা ছিল। তারমধ্যে ১১ লক্ষের বেশি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি যে বাড়ি গুলির অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়নি সেখানে আবেদনকারীদের জমি নেই বলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুমোদনের সময় রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে । সরকার সেই সব আবেদনকারিদের জমি ও সেই সংক্রান্ত নথির সংস্থানের উদ্যোগ নিচ্ছে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, শেষ সাত দিনে পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে ১২ হাজারেরও বেশি বাড়ি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যাঁদের পদ্ধতিগত সমস্যার জন্য অনুমোদন আটকে ছিল সরকারের নির্দেশে পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকরা তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যার নিরসন করেছেন। সরকারি সূত্রে আরও জানা গেছে, কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রের মতো কয়েকটি রাজ্য আবাস যোজনায় নিজেদের কোটা ১০০ শতাংশ পূরণ করেছে। সব থেকে বেশি বাড়ির অনুমোদন বাকি রয়েছে বিহারে। তারপরে পিছিয়ে রয়েছে কর্ণাটক, গুজরাট, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ এবং অসম।

আত্মঘাতী তরুণী

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রেমে আঘাত পেয়ে, অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী করল এক কলেজ ছাত্রী। মৃতার নাম কমলা সর্দার (২৩)। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের ডেভিসাবাদ গ্রামে। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত কয়েক মাস আগে জয়নগর গোচরণ এলাকার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। পরবর্তীকাল ওই তরুণী জানতে পারে যুবক বিবাহিত এবং তার সন্তান রয়েছে। এই কথা জানাজানি হতেই দুজনের মধ্যে অশান্তি হয়। প্রেমিকের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় সে। এরপর ওই যুবক নানাভাবে হুমকি ও মানসিক অত্যাচার করতে থাকে।

BAKHRAHAT GRAM PANCHAYAT (BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY)
P.O.-BAKHRAHAT, P.S.-BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL
NIE-T NO. BKT/94/2023, DATE-24.01.2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidder for execution of 2(two Nos. similar nature of works. **NIE-T NO. BKT/95/2023, DATE-24.01.2023**

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidder for execution of 4(Four) Nos. similar nature of works. Date of sale of tender form on any working day from **03.02.2023 at 11.00 am.** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **09.02.2023 (up to 12.10 PM).** Date of Opening of Tender **11.02.2023 at 01.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in .**

Sd/- Prodhan
Bakhrahat Gram Panchayet
Bishnupur-II, South 24 Parganas

শ্রীরামপুরের কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে হত ২, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে কারখানায় কাজ চলাকালীন বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয় ২ শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুরে। বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন আরও ৪ জন। ঘটনার জেরে কারখানা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। শ্রীরামপুরের পিয়ারপুরের দিল্লি রোডের পাশে একটি ছাঁট লোহার কারখানায় গ্যাস কাটারে লোহা কাটার কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান কর্মরত ২ শ্রমিক। একজনের নাম গুয়েরাম দোলুই (৪৮) এবং অন্যজনের নাম পঙ্কজ দাস (২০)। আহত হন আরও ৪ জন। এদের মধ্যে ৩ জনকে শ্রীরামপুরের ওয়ালেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাদের কলকাতায় পাঠানো হয়। কারখানা সূত্রে খবর, গণেশ স্টিল নামে ওই কারখানায় ছাঁট লোহা গলানো হয়। এদিন সকালে শ্রমিকরা গ্যাস কাটার দিয়ে লোহা কাটছিল। হঠাৎই প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে যায়। লুটিয়ে পড়েন ২ শ্রমিক। ওই ঘটনার পর কারখানায় প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকরা। কারখানার অফিসে ভাঙচুর চালায় তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শ্রীরামপুর থানার পুলিস।

ঘটনার খবর পেয়ে কারখানায় চলে আসেন শ্রীরামপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন। তিনি বলেন, লোহা কাটাইয়ের কাজ চলার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ডিফেন্সের ছাঁট লোহা কাটা হচ্ছিল। নাম মাত্র পারিশ্রমিকে এভাবে শ্রমিকদের কাজ করানো কতটা বৈধ তা খতিয়ে দেখা দরকার। যাদের মৃত্যু হয়েছে বা যারা আহত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারখানার শ্রমিক বিশ্বজিত দাস বলেন, অনেক ধরনের লোহার ছাঁট মাল এখানে আসে। বড় লোহা হলে সেগুলোকে গ্যাস দিয়ে কাটিং করে আমরা ছোট করি। অনেক ধরনের লোহা আসে যার মধ্যে কামানের গোলাও থাকে। যেগুলোতে বারুদ থাকে। সেগুলো আলাদা করে দূরে ফেলে রাখি। সুপারভাইজার ভীম সিং এদিন বলে গোলাগুলোকে কাটতে বলে। তা কাটার সময় বিস্ফোরণ হয়। আমাদের নিরাপত্তা নেই এই কারখানায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা এই ঘটনার পর কারখানা চত্বরে ছুটে আসেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পর ম্যানেজমেন্টের লোকজন পালিয়ে যায়। মৃতদেহ বের করে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তখন এলাকার লোক বাধা দেয়। কারখানার ম্যানেজার কুণাল রায় বলেন, আমি ১১ টার সময় এসে দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। স্টিল প্ল্যান্টে ছাঁট লোহা দিয়ে কাজ হয়। মৃত এবং আহতদের ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করা হবে। চন্দননগর পুলিস কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, কারখানায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। দুজন মারা গেছে। কী কারনে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হবে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রিষড়া চার নম্বর রেলগেট এলাকার একটি আবাসনে আগুন লেগে যায়। দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগে আবাসনের চার তলায়। বেলা বারোটা নাগাদ প্রতিবেশীরা দেখেন আবাসনের একটি ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে দাউ দাউ করে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। চাঞ্চল্য ছড়ায় আবাসন চত্বরে। পরিস্থিতি বুঝে আশেপাশের আবাসন থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, ই ব্লকের ১৩ নম্বরের ওই ফ্ল্যাটটি অনিতা প্রসাদ নামে এক মহিলার। আগুন লাগার সময়ে ফ্ল্যাটে কেউ ছিলেন না। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর আকবর আলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ফাঁকা ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। স্থানীয়রা দমকলে খবর দেয়। দমকল এসে মই লাগিয়ে উপরে উঠে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

নওসাদ সিদ্দিকীর মুক্তির দাবিতে পথসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আইএসএফের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর মুক্তির দাবিতে ১৬ নং জাতীয় সড়ক উলুবেড়িয়ার নিমদিঘী মোড়ে পথসভা করল আইএসএফের কর্মী সমর্থকগন। বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার সময় আইএসএফের কর্মীসমর্থকগন জাতীয় সড়কের খড়গপুর মুখী লেনের পাশে লিঙ্ক রোডের ধারে বসে পড়েন এবং পথসভা ও প্রতিবাদ করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. [illegible] তারিখ ০১.০২.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

CON-111/2022-23

@EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Pradhan Boalmari Nandanpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri

Tender :WB/JAL/SADAR/BNGP/03/22-23 Date: 30/01/2023 invited by the undersigned for 01 nos of work at Boalmari Nandanpur Gram Panchayat Sadar Block Jalpaiguri. Period and time for download of bidding documents: From 01/02/2023 Time : 18.00 Hour To: 08/02/2023 Time: 18.00 Hours. Please visit on Website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan Boalmari Nandanpur Sadar Block, Jalpaiguri

Office Of The Executive Officer Namkhana Panchayat Samity Namkhana, South 24-Parganas
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No.: 66/EO. Date : 02-02-2023.
NIT No. : NIT11/2022-23/EO/NAM (sl 01-04) dated 02-02-2023. E-Tender ID:-2023_ZPHD_464688 Dated : 02/02/2023 for Construction of CMSC & Community Toilet under Namkhana Panchayat Samity. last date of online bid submission is **13-02-2023.** Details on **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/- Executive Officer Namkhana Panchayat Samity South 24 Parganas

Government of West Bengal
Office of the Prodhan
Sankrail Gram Panchayat
NIeT No. SGP/117/eNIT/22-23, Tender ID: 2023_ZPHD_464803_1, Date:-02/02/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the Work: Guard wall at Kanrar Pukur Howapota 143 Part. Work completion period: 90 Days. Document Download/Sale Date from **03/02/2023 at 09.00 am. up to 09/02/2023 up to 9:00 am.** Bid submission date from **03/02/2023 from 9:00 am up to 09/02/2023 at 09:00 am.** Bid Opening Date on **13/02/2023 at 09:00 AM.** For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office of the
Sankrail Gram Panchayat
NOTICE INVITING TENDER No.
114 to 116 PBG SFC 2022-2023, Date-01/02/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of 3 (Three) Nos. similar nature of works. Source of Fund: PBG STATE FC. Work Completion Period: 30 Days. Date of Sale of Tender form **01/02/2023 to 09/02/2023 from 11:00 am to 1.30 pm.** Last date of dropping of sealed tender form **09/02/2023 up to 1.30 pm.** Date of Opening of Tender **09/02/2023 at 4:00 pm.** For Details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
Red Chilli, Barabazar,
Chandannagar, Hooghly 712136

Date: 5th February 2023
Time: 11.00 a.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/29/38/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repair of passage at 7/2, 8/B, K. B 1st Lane 77/1 N. N Road and other places in Ward No.-29 (Due to laying of sewer line).** Estimated cost including GST & CESS: **₹ 2,86,040.00**. Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/035/51/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairs to I.P.S and concrete passages and footpath at 13 K. G. Bose Lane and different places in Ward No.-035.** Estimated cost including GST & CESS): **₹ 2,44,625.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **35 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid: **15.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/077/065/2022-2023
Name of Work: **Restoration of I.P.S. pavement at 27A, Manasatala Lane, 3, Ibrahim Road, 90/H/3, Dr. Sudhir Bose Road, etc. in Ward No.-077.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,82,579.61**. Earnest Money:**₹ 5,700.00**. Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/075/067/2022-2023
Name of Work: **Restoration of IPS passages near 2/6U, 3, N. G. Street, 12, 18, 20, M. G. Road; 91, 98, G. R. Road etc. in Ward No.-75 (disturbed by PU Agency).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,82,911.74**. Earnest Money:**₹ 5,700.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and submission of Bid: **11.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **13.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/IX/076/057/2022-2023
Name of Work: **Restoration of I.P.S. pavement at 13/B, P. P. East Lane, 24/5, Joi Krishna Paul Road etc. in Ward No.-076.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,47,621.54**. Earnest Money:**₹ 5,000.00**.

(4) NIT No.: KMC/EEIX/074/067/2022-2023/R
Name of Work: **Restoration of paver block & I.P.S. footpath along Thackery Road, National Library Avenue etc. in Ward No.-74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,141.80**. Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/EEIX/074/074/2022-2023
Name of Work: **Restoration of paver block footpath at Alipore Park Road, Alipore Road, Bekar Road etc. in Ward No.-74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,903.44**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 3 to 5). Last date and time of submission of Bid: **15.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 3 to 5). Tender will be opened on: **17.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) & **04.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-X, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: EE (C)/BX/93/62/2022-23/R
Name of Work: **Restoration of IPS passages dist by W/S Deptt. near at 44, 45, Dasnagar etc. in Ward No.-093, Br.-X.** Estimated cost including GST & CESS: **₹ 1,13,696.04**. Earnest Money:**₹ 2,280.00**.

(2) NIT No.: EE (C)/BX/89/30/2022-23/R
Name of Work: **Cleaning of water body at 76 Dr. Deodar Rahaman Road in Ward No.-089, Br.-X.** Estimated cost including GST & CESS: **₹ 1,28,053.86**. Earnest Money:**₹ 2,570.00**.

(3) NIT No.: EE (C)/BX/95/21/2022-23/D
Name of Work: **Restoration of IPS passage & asphaltum road disturb due to laying of W/S main at 6/80/25, Bijoygarh, 51 Aswininagar, 3/9, 3/6/1 Azadgarh in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated cost including GST & CESS: **₹ 1,85,630.06**. Earnest Money: **₹ 3,720.00**. Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **11.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Bid: **15.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: EEI(C)/1/007/45/2022-2023
Name of Work: **Restoration of damaged asphaltum road 21, Haralal Mitra Street, 1/2, Kaliprasad Chakraborty Street and other places in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & Cess): **₹ 1,97,598.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.02.2023 – 11.00 a.m.** Tender will be opened on: **17.02.2023 – 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/123/22-23/R
Name of Work: **Development of roads by providing Bullah from H/o Madhu Naskar upto Premises No.-128 Briji West in Ward No.-110.** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): **₹ 4,48,611.86**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.02.2023 – 12.00 Noon.** The Tender will be opened on: **23.02.2023.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/124/142/22-23
Name of Work: **Restoration of cement concrete road at Bye Lanes of J. L. Sarani near Ram Thakurer Ashram, in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & Cess): **₹ 4,66,227.60**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.02.2023 – 12.00 Noon.** Tender will be opened on: **17.02.2023 – 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/084/20/2022-2023/D
Name of Work: **Restoration of paver block footpath at 21/2E, 10/4A Manohar Pukur Road, 171B, 167A, 91 Sarat Bose Road, 90B, 75/2A Hazra Road, 55B, 64 S.P.M. Road etc. in Ward No.-84 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated cost (including GST & Cess): **₹ 2,99,947.68**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **90 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/088/044/2022-2023/D
Name of Work: **Restoration of disturbed paver block and I.P. footpath at 5 H. M. Road, 25/B S. N. Road, 11/B B. M. Road, 200/J S.P.M. Road, 10/4/3A N. B. Street etc. in Ward No.-88, disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated cost (including GST & Cess): **₹ 3,46,170.38**. Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date of opening of tender: **20.02.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

Dy. Chief Engineer/SWM-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/SWM-II/E/22-23/13
Name of Work: **Replacement of damaged LED of 100W/200W and new installation of bend pipe and fixing of the same in Br.-X to XVI area under SWM Deptt./KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,49,541.61**. Earnest Money: **₹ 3,000.00**. Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/SWM-II/E/22-23/14
Name of Work: **Replacement of damaged LED of 100W/200W, replacement of damaged GSB and new installation of bend pipe and fixing of the same in Br.-VIII to IX area under SWM Deptt./KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,19,261.91**. Earnest Money: **₹ 4,400.00**. Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/SWM-II/E/22-23/15
Name of Work: **New electrical installation of OWC at Ward No.-83, near Kalighat Temple, Br.-8 under SWM/KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,17,619.17**. Earnest Money: **₹ 4,400.00**. Period of Completion: **20 days.**

(4) NIT No.: KMC/SWM-II/E/22-23/16
Name of Work: **Replacement of damaged Wall Fan, outdoor indoor flood fittings, 2TL fittings and allied works for compactor station at Lake Kalibari, Southern Avenue in Br.-8 under SWM Department/KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,47,496.57**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **11.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **04.02.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

1040/22-23

নিজেকে ধোনির অবতার ভাবতে শুরু করেছেন হার্দিক

আমেদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ টিম ইন্ডিয়ার নেতা হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়ার পারফরম্যান্স কেমন? পরিসংখ্যান ঘাটলে উঠে আসবে সেই তথ্য। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক টিম ইন্ডিয়াকে ৪টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে ৪টি সিরিজেই জিতেছে ভারত। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে হার্দিকের জয়ের শতকরা হার ৭৭.২৭। ইতিমধ্যেই আত্মবিশ্বাসী হার্দিক মনে করছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেওয়ার পর, দলের হয়ে মাহির যে ভূমিকা ছিল, সেটা এখন তাঁকে পালন করতে হয়। যা মোটেও বাড়তি দায়িত্ব বলে মনে হয় না হার্দিকের। বরং এই দায়িত্বটা তিনি বেশ উপভোগ করেন। নিউজিল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে টি-২০ সিরিজে হারানোর পর এমনটাই বলেছেন হার্দিক। ১১টি ম্যাচে দেশের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক। যার মধ্যে ৮টি ম্যাচে জিতেছে ভারত ও ২টি ম্যাচে হার এবং একটিতে টাই হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজও নিউজিল্যান্ড দলকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারিয়েছে হার্দিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। আগের থেকে অনেক পরিণত হয়েছেন হার্দিক। তাঁর নেতৃত্বে গত বছর আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দেশের জার্সিতেও তিনি নিজের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছেন। মাহিমন্ত্রে বিশ্বাসী হার্দিকও। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছ থেকে একাধিক টিপস পেয়েছেন অনেক ক্রিকেটার। সেই তালিকায় রয়েছেন হার্দিকও। মাহি ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার আগে বছর কয়েক হার্দিকে অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন ধোনিকে। তখন হার্দিক দেখেছিলেন, ধোনি স্ট্রাইক রোটেট করে খেলার উপরেও বেশি জোর দিতেন। যাতে তাঁর সতীর্থরা আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে যেতে পারেন। হার্দিক মনে করেন, সেই কাজটা ভারতীয় দলে এখন তিনি করেন। হার্দিক বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেট খেলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা তাঁর খেলাকে আরও বিকশিত করেছে। এখন হার্দিক আর নিজের স্ট্রাইক রেট মাথায় রেখে খেলেন না। বরং দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখাতেই মনোযোগ দেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর হার্দিক বলেন, ''মাহি যেভাবে খেলত, আমি সেই ভূমিকা পালন করছি এখন। একটা সময় ধোনি এভাবেই খেলত। ও থাকাকালীন আমি দায়িত্ব না নিয়ে খোলা মনে খেলতে পারতাম। ওর অবসরের পর আমার কাঁধেই ওই দায়িত্বটা এসে পড়ে। তবে এই বিষয়টা আমার খারাপ লাগে না। দলের সুবিধার্থে এটা হলে ঠিকই আছে। তাতে আমি যদি খানিকটা ধীর গতিতে খেলি সমস্যা নেই।'' দলের স্বার্থে হার্দিক এখন পার্টনারশিপ গড়ার কাজে বেশি মন দেন। তিনি আরও বলেন, ''ছয় মারতে আমার খুবই ভালো লাগে। যদিও এখন পার্টনারশিপ গড়ে দলকে জানাতে চাই যে, আমি আছি চিন্তার কোনও কারণ নেই। এটাই জীবন। এই দলের সবার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছি। চাপ সামলে খেলতেও শিখেছি। এটা ঠিক তাতে হয়তো আমার স্ট্রাইক রেট কমে যাচ্ছে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ম্যাচ বের করে নিয়ে যাওয়াটাই আমার কাজ।''

শুভমনের এক ইনিংসে নানা রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত দু-মাস কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটছে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের। শুভমন গিলেরও কি তাই নয়? বাংলাদেশ সফরে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। সেটা অবশ্য পুরনো বছরে। বাংলাদেশ সফরের আগে টেস্টে একবারই ৯০-র ঘরে পৌঁছেছিলেন। ২০২১ ব্রিসবেন টেস্টে ৯১ রান

করেছিলেন শুভমন। সব মিলিয়ে ৪টি অর্ধশতরানে ইনিংস। অবশেষে টেস্টেও তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছেন চট্টগ্রাম টেস্টে। তেমনই ওয়ান ডে ক্রিকেটে ডবল সেঞ্চুরি ক্লাবে প্রবেশ করেছেন কিছু দিন আগেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। এ বার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি। ভারতীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি শতরান ছিল রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, সুরেশ রায়না, সূর্যকুমার যাদব, বিরাট কোহলি, দীপক হুডাদের। এ বার সেই তালিকায় শুভমন। আমেদাবাদে অপরাজিত ১২৬ রানের ইনিংসে কী কী নজির গড়লেন শুভমন।

- আমেদাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২৬ রানের ইনিংসটিই ভারতীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই ফরম্যাটে সর্বাধিক। এর আগে বিরাট কোহলি এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১২২ রানে অপরাজিত ছিলেন। সেটি ছিল তাঁর প্রথম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি শতরানের ইনিংস। আমেদাবাদে শুভমনেরও প্রথম।
- নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরের নজির গড়লেন শুভমন গিল। এর আগে ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রিচার্ড লেভি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১৭ রানে অপরাজিত ছিলেন। শুভমন করলেন অপরাজিত ১২৬।
- ভারতীয়দের মধ্যে কনিষ্ঠতম হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি শতরানের নজির। সুরেশ রায়না ২৩ বছর ১৫৬ দিন বয়সে ২০১০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। শুভমন ২৩ বছর ১৪৬ দিন বয়সে কিউয়িদের বিরুদ্ধে শতরান করলেন।
- আমেদাবাদে পেসারদের বিরুদ্ধে ২৩৬.৫৮ স্ট্রাইকরেটে রান তুলেছেন শুভমন! পেসারদের বিরুদ্ধে ৪১ বলে করেছেন ৯৭ রান। বাকি ২২ বলে স্পিনারদের বিরুদ্ধে স্ট্রাইকরেট ১৩১.৮১।
- নিজের ইনিংসের শেষ ১৮ বলে শুভমনের স্ট্রাইকরেট ৩২৭.৭৮! শেষ ১৮ বলে ৫৯ রান যোগ করেছেন শুভমন। পাওয়ার প্লে-তে করেছিলেন ৩৪ রান!
- শুভমনের অপরাজিত শতরানের সৌজন্যে আমেদাবাদে ২৩৪-৪ স্কোর গড়ে ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটি তৃতীয় সর্বাধিক স্কোর। অস্ট্রেলিয়া ২৪৫-৫ এবং ইংল্যান্ড ২৪১-৩ করেছিল নিউজিল্যান্ডের মাঠে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে এর আগে ভারতের সর্বাধিক স্কোর ছিল ২০৮-৬।
- ভারতীয়দের মধ্যে তিন ফরম্যাটেই শতরানের তালিকায় নাম ছিল সুরেশ রায়না, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল এবং বিরাট কোহলির। এ বার সেই তালিকায় যোগ দিলেন শুভমনও।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত থেকে সামান্য দূরে বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ব্যাটারদের অনবদ্য পারফরম্যান্স, বোলারদের দাপট। মনে হয়েছিল, ইনিংসে জিতবে বাংলা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে কোনওরকমে ইনিংস হার বাঁচিয়েছে ঝাড়খন্ড। বড় কোনও অঘটন না হলে, চতুর্থ দিন বাংলার সেমিফাইনাল নিশ্চিত সময়ের অপেক্ষা। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ১৫৫ রানের লিড নেয় বাংলা। এরপরই আকাশ দীপ এবং মুকেশ কুমার জুটিতে ঝাড়খন্ডের ব্যাটারদের কাঁপুনি ধরে। মুকেশ একদিক থেকে চাপ তৈরি করেন। উইকেট নেন আকাশদীপ, আকাশ ঘটকরা। মাত্র ২১ রানে ৪ উইকেট হারায় ঝাড়খন্ড। আকাশদীপ প্রথম স্পেলে ৫ ওভারে ২টি মেডেন সহ ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। যদিও ইনিংসে জয় এল না। প্রথম ইনিংসে ঝাড়খণ্ডকে মাত্র ১৭৩ রানে আটকে

রাখে বাংলা। কোনও স্পিনারই ব্যবহার করেননি অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৮৫ রানের লিড ছিল বাংলার। তৃতীয় দিন বাংলার স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফর্ম করলেন। শাহবাজের ৮১ এবং উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েলের ৩৩ রানের সৌজন্যে প্রথম ইনিংসে ৩২৮ এর বড় স্কোরে পৌঁছোয় বাংলা। গুরুত্বপূর্ণ ১৫৫ রানের লিড। বাংলা পেসারদের দাপটে সেই লিডটা আরও বড় দেখায়। আকাশদীপ, আকাশ ঘটকদের সৌজন্যে শুরুতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে ঝাড়খণ্ড। কুমার সুরজকে অনবদ্য ডেলিভারিতে বোল্ড করেন আকাশ দীপ। ঝাড়খণ্ড ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ওপেনার আর্যমান সেন একদিক আগলে রাখেন। মূলত তাঁর সৌজন্যেই লজ্জার ইনিংস হার বাঁচায় ঝাড়খণ্ড। দলীয় ১৫৩ স্কোরে সপ্তম উইকেট হিসেবে আউট হন আর্যমান। ৬৪ রানের ইনিংস হার বাঁচানো ইনিংস খেললেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছোট দুটি জুটি গড়েন অনুকূল রায় (৪০) ও বিরাট সিং (২৯)। তৃতীয় দিনের শেষে ঝাড়খণ্ডের স্কোর ১৬২-৭। মাত্র ৭ রানে এগিয়ে তারা। বাংলার লক্ষ্য থাকবে চতুর্থ দিন দ্রুত তিন উইকেট নেওয়া এবং যতটা সম্ভব অল্প রানের লক্ষ্য সেট করা।

ঋষিতাকে নিয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস হাওড়ার বালটিকুরিতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ মহিলা আইপিএলে খেলা এবং সিনিয়র মহিলা জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া এই লক্ষ্য নিয়েই আপাতত এগোতে চায় অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য হাওড়ার ঋষিতা বসু। ঋষিতা জানায়, গতকালই সচিন তেন্ডুলকর তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এটা একটা বড় অনুপ্রেরণা। আগামী দিনে তার ফোকাস থাকবে শুধুই ক্রিকেটে। সিনিয়র টিমে ঢুকতে হবে এটাই আগামীর লক্ষ্য থাকবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন ঋষিতা জানান, তাঁর জীবনের লক্ষ্য মহিলা আইপিএলে খেলা এবং সিনিয়র মহিলা জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া। অনুর্ধ ১৯ মহিলা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফাইনাল খেলা নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। তিনি বলেন, ''যখন ইংল্যান্ডের ১৮ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায় তখনই ভেবেছিলাম ১০০ রানের মধ্যে ইংল্যান্ড অল আউট হয়ে যাবে। কিন্তু কোচ এসে তখন বলেছিলেন সত্তর রানের মধ্যে বিপক্ষকে অলআউট করতে হবে। আমরা ৬৮ রানের মধ্যে ওদের অলআউট করে দিই।'' ঋষিতা জানান, এখন তিনি আগের মতোই এলআরএস বাংলা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতেই প্রাক্টিস করবেন। দেবাংশুদার কাছেও প্র্যাকটিস করবেন। ঋষিতা বলেন, ''উইকেট কিপিং করতে ভালবাসি। আমি চাই সেরা উইকেট কিপার হতে। ক্রিকেটের ভগবান সচিন তেন্ডুলকর আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয়।'' বুধবার ভারত-নিউজিল্যান্ডের খেলা দেখেছি। শুভমান গিল সেঞ্চুরি করেছেন। খুব ভালো লেগেছে। আমার আইডিয়াল প্লেয়ার ঝুলন গোস্বামী। মিতালি রাজের ব্যাটিং খুব ভালো লাগে।

আর সবসময়েই ফেভারিট প্লেয়ার এম এস ধোনি।'' পাশাপাশি কেউ যদি তাকে দেখে বড় হতে চায় এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় আমার সঙ্গে কেউ প্র্যাকটিস করলে কোনও অসুবিধা নেই। ঋষিতা বলেন, ''জানতাম পাড়ায় এলে সকলে ভালবাসবেন। কিন্তু সকলের এতো উচ্ছ্বাস হবে কল্পনা করতে পারিনি। এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'' পাশাপাশি তিনি বলেন, ''বাবা আমাকে স্কুলে দিয়ে আসত আর মা প্রাকটিসে নিয়ে যেত।'' কিভাবে ক্রিকেটে আসা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ''একদিন ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে অনেক আগে চলে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। মা বললেন স্পোর্টস দেখে আসি। সেখানে অনেক রকম খেলা প্র্যাকটিস হত। সব বন্ধ ছিল। ক্রিকেটটা খোলা ছিল। সেটাতে ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম।'' ঋষিতার মা মালবিকা বসু জানান, ''আজ বৃহস্পতিবার মেয়ের জন্য পায়েস রান্না হয়েছে। আমরা খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। যেন সব মেয়েরাই এরকমভাবে এগিয়ে আসে ও সাফল্য পায় এটাই চাই।'' প্রসঙ্গত, অনুর্ধ ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের পর বৃহস্পতিবার ঘরে ফেরে ঋষিতা। হাওড়ার বালিটিকুরিতে ঋষিতা বসু'কে ঘিরে এদিন কার্যত বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ছিল তাদের পাড়ায়। ফুল ছড়িয়ে কপালে চন্দনের তিলক আর গোলাপের মালা পরিয়ে ঋষিতাকে এদিন বরণ করে নেওয়া হয়। মিষ্টিমুখও করানো হয়।

পুরস্কারের ঢল বাবর আজমের

দুবাই, ২ ফেব্রুয়ারিঃ টানা দু'বার ওডিআইতে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। ২০২১ সালের পর ২০২২-এও আইসিসি পুরস্কারে বাবরের দাপট। বাবরের আইসিসি পুরস্কার অর্জনে গদগদ পিসিবি চেয়ারম্যান নজর শেঠি। আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে স্যার গ্যারফিল্ড সোবার্স ট্রফিও জিতে নিয়েছেন বাবর। বছরের প্রথমে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার জোড়া পুরস্কার জিতে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন পাক অধিনায়ক।

নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে বসে টেস্ট ম্যাচ দেখবেন মোদি, আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীও

আমেদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি সিরিজ শুরু হতে এখনও সপ্তাহখানেক সময় হাতে রয়েছে। এখন থেকেই এই হাইভোল্টেজ সিরিজ ঘিরে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ভারতে পৌঁছে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট খেলা হবে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। নিজের নামাঙ্কিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বসে টেস্ট ম্যাচের উত্তাপ উপভোগ করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, রোহিত শর্মা বনাম প্যাট কামিন্সদের লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবেন্স। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি দুই দেশের রাষ্ট্রনায়ক পাশাপাশি বসে টেস্ট ম্যাচ উপভোগ করবেন। মাসখানেকের বেশি সময় ধরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ চলবে। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে টেস্ট সিরিজ। আমেদাবাদে চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে ৯ মার্চ। মোতেরা স্টেডিয়ামে সংস্কারের পর দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে রাখা হয় স্টেডিয়ামের নাম। তারপর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রচুর আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আইপিএল ম্যাচ খেলা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্টেডিয়ামে বসে ম্যাচ দেখার সময়, সুযোগ পাননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। নতুন বছরের শুরুতে সেটাও পূরণ করে ফেলবেন তিনি। টেস্ট সিরিজের আগে আজ অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় শিবির। বৃহস্পতিবার সকালে নাগপুরে টিম ইন্ডিয়ার শিবিরে টেস্ট স্কোয়াডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

একাধিক পেনাল্টি মিসের পর চোট এমবাপের, শেষ অবধি মেসি-রুইসের গোলে জয় পিএসজির

দুই দফায় নেওয়া পেনাল্টি শটে ব্যর্থতার কিছুক্ষণ পর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন কিলিয়ান এমবাপে। আগে থেকেই নেই নেইমার, স্বাভাবিকভাবে ভীষণ চাপ পড়ে লিওনেল মেসির ওপর। শঙ্কা কাটিয়ে দলকে সামনে থেকে পথ দেখালেন আর্জেন্টাইন মহাতারকার। দারুণ সব আক্রমণে নেতৃত্ব দিলেন, গোলও পেলেন। সঙ্গে আলো ছড়ালেন ফাবিয়ান রুইস। তাদের নৈপুণ্যে মোঁপেলিয়েকে হারিয়ে লিগ ওয়ানে জয়ে ফিরল পিএসজি।

প্যারিস, ২ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। তিনটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। রুইস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর তার বাড়ানো বল ধরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেসি। শেষ দিকে ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলে মোঁপেলিয়ে। তবে যোগ করা সময়ে ওয়ারেন জায়ার-এমেরির গোলে স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল। রেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের পর রাঁসের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ১-১ ড্র করে পিএসজি। এই দুই ধাক্কা কাটিয়ে পাওয়া জয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরেকটু শক্ত হলো তাদের। ২১ ম্যাচে ১৬ জয় ও তিন ড্রয়ে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে মার্সেই। নিসের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে যাওয়া লঁস নেমে গেছে তিন নম্বরে, তাদের পয়েন্ট ৪৫। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত পিএসজি। মেসির ফ্রি কিকে ডি-বক্সে সের্হিও রামোসকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সফরকারীরা। অষ্টম মিনিটে ডানদিকে এমবাপের স্পট কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকান মোঁপেলিয়ে গোলরক্ষক। তবে ফরাসি ফরোয়ার্ড শট নেওয়ার আগেই গোলরক্ষক লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাই ভুল

শুধরে নেওয়ার আরেকটি সুযোগ পান এমবাপে। এবার তার বুলেট গতির শট কাঁপায় বাঁ দিকের পোস্ট। ফিরতি বলেও সুযোগ ছিল, তবে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এমবাপে। ২১তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন এমবাপে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে সমস্যা হ্যামস্ট্রিংয়ে। ১০ মিনিট পর তাকে অনুসরণ করেন রামোস। এর একটু আগে হেড করতে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। মাঠ ছাড়ার সময় মাথাতেই কোনো সমস্যা হওয়ার ইঙ্গিত দেন স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডার। ৩৪তম মিনিটে মেসির শট মোঁপেলিয়ের একজনের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। তবে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তার শট কাঁপায় পাশের জাল। ৫২তম মিনিটে বলে জালে পাঠান আশরাফ হাকিমি। তবে আক্রমণের এক পর্যায়ে রুইস অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। তিন মিনিট পর স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডারই এগিয়ে নেন দলকে। উগো একিতিকের বাড়ানো থ্রু বল ধরে অনায়াসে জালে পাঠান তিনি। ৬২তম মিনিটে ভিতিনিয়ার শট ব্যর্থ হয় পোস্টে লেগে। এর ১০ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেসি। রুইসের বাড়ানো বল ধরে গোলরক্ষককে অনায়াসে কাটিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান তিনি। কাতারে বিশ্বকাপ জিতে আসার পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এটাই মেসির প্রথম গোল। শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া চেষ্টায় ব্যবধান কমায় মোঁপেলিয়ে। ৮৯তম মিনিটে আলভারো মাভিডিডির কাছ থেকে বল পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে স্কোরলাইন ২-১ করে ফেলেন নুরদিন। আগের ম্যাচেও শেষ সময়ে গোল হজম করে ড্র করেছিল পিএসজি। এবার এর পুনরাবৃত্তি হতে দেয়নি তারা। যোগ করা সময়ে জায়ার-এমেরির গোলে জয় নিশ্চিত হয় পিএসজির।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501